CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT
II OF 1912
& RULES UNDER THE ACT

পৃষ্ঠপোষকতায়:

জনাব হরিদাস ঠাকুর

যুগ্ম-নিবন্ধক

ও

উপাধ্যক্ষ

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি

কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

সংকলনে:

জেলা সমবায় কার্যালয়

কুমিল্লা।

Government of Bengal

Agriculture and Industries Department

Bengali Translation of Co-operative Societies Act II of 1912 and Rules under the Act

সম্ভূয়কারী সমিতিবিষয়ক ১৯১২ সালের আইন

(১৯১২ সালের ২ আইন)

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যেরূপ হইয়াছে।

CALCUTTA
Bengal Secretariat Book Depot
1929

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থা বিভাগ।

১৯১২ সালের ২ আইন।

সমূহকারী সমিতিবিষয়ক ১৯১২ সালের আইন।

সূচীপত্র।

সূচনা।

ধারা।

১। সংক্ষিপ্ত নাম ও ব্যাপ্তি।
২। অর্থনির্দ্দেশ।

রেজিষ্টারীকরণবিষয়ক বিধি।

৩। রেজিষ্ট্রার।
৪। যে সকল সমিতিকে রেজিষ্টারী করা যাইতে পারিবে।
৫। সীমাবদ্ধ দায়িত্ব এবং শেয়ার মূলধনবিশিষ্ট সমিতির সভ্যের স্বার্থের সীমা।
৬। রেজিষ্টারীকরণের সর্তসমূহ।
৭। কোন্ কোন্ প্রশ্ন রেজিষ্ট্রারের নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা।
৮। রেজিষ্টারীকরণের দরখাস্ত।
৯। রেজিষ্টারীকরণ।
১০। রেজিষ্টারীকরণের প্রমাণ।
১১। রেজিষ্টারী করা সমিতির উপবিধির সংশোধন।

সভ্যগণের অধিকার এবং দায়িত্ব।

১২। দেয় টাকা না দেওয়া পর্য্যন্ত কোন সভ্য কোন অধিকার পরিচালন করিবেন না।
১৩। সভ্যগণের ভোট।
১৪। শেয়ার বা স্বার্থ হস্তান্তরকরণসম্বন্ধে সংকোচ।

রেজিষ্টারী করা সমিতির কর্ত্তব্য।

১৫। সমিতির ঠিকানা।
১৬। আইন, বিধি এবং উপবিধিসমূহের প্রতিলিপি দেখিবার জন্য রাখিতে হইবে।
১৭। হিসাব পরীক্ষা।

রেজিষ্টারী করা সমিতিসমূহের বিশেষাধিকার।

ধারা।
১৮। সমিতি সমবায়িত সমাজ হইবে।
১৯। সমিতির দাবির অগ্রগণ্যতা।
২০। সভ্যের শেয়ার বা স্বার্থসম্বন্ধে চার্জ্জ এবং দাওয়ার বিপরীত দাওয়া।
২১। শেয়ার বা স্বার্থ ক্রোকযোগ্য নহে।
২২। সভ্যের মৃত্যু হইলে স্বার্থের হস্তান্তর।
২৩। ভূতপূর্ব্ব সভ্যের দায়িত্ব।
২৪। মৃত সভ্যের ইষ্টেটের দায়িত্ব।
২৫। সভ্যগণের রেজিষ্টারী।
২৬। সমিতির বহির-লিখনসমূহের প্রমাণ।
২৭। রেজিষ্টারী করা সমিতির শেয়ার এবং ডিবেঞ্চরসম্পকীয় নিদর্শনপত্রসমূহকে বাধ্য হইয়া রেজি
করার নিয়ম হইতে অব্যাহতি দেওন।
আয়কর, ষ্ট্যাম্প মাসুল এবং রেজিষ্টারীকরণের ফী হইতে অব্যাহতি দিবার ক্ষমতা।
২৮।

রেজিষ্টারী করা সমিতিসমূহের সম্পত্তি ও ফণ্ড।

২৯। ঋণদানসম্বন্ধে সংকোচ।
৩০। ঋণকরণসম্বন্ধে সংকোচ।
৩১। সভ্য নহেন এমন ব্যক্তিদিগের সহিত অপরাপর লেনদেনের সংকোচ।
৩২। ফণ্ডের নিয়োগ।
৩৩। লভ্যের হিসাবে ফণ্ডের টাকা বণ্টন করিতে দেওয়া যাইবে না।
৩৪। দাতব্য উদ্দেশ্যে চাঁদা দান।

কার্য্যাদির পরিদর্শন।

৩৫। রেজিষ্ট্রারকর্ত্তৃক অনুসন্ধান।
৩৬। ঋণগ্রস্ত সমিতির বহি পরিদর্শন।
৩৭। অনুসন্ধানের খরচা।
৩৮। খরচা আদায়।

সমিতির লোপবিষয়ক বিধি।

৩৯। সমিতির লোপ।
৪০। সমিতির রেজিষ্টারীকরণ রহিত করা।
৪১। রেজিষ্টারী রহিতকরণের ফল।
৪২। সমিতি গুটাইয়া লইবার কথা।

বিধির কথা।

৪৩। বিধি।

বিবিধ।

৪৪। গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য টাকা আদায়।
৪৫। রেজিষ্টারীকরণসম্বন্ধীয় সর্ত্তসমূহ হইতে সমিতিসমূহকে মুক্ত করিবার ক্ষমতা।
৪৬। এই আইনের বিধানসমূহ হইতে রেজিষ্টারী করা সমিতিসমূহকে মুক্ত করিবার ক্ষমতা।
৪৭। সম্ভূয়কারী শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে নিষেধ।
৪৮। ভারতবর্ষীয় কোম্পানীবিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন বর্ত্তিবে না।
৪৯। বর্ত্তমান সমিতিসমূহকে রক্ষাকরণ।
৫০। রাহিত্য।

কো-অপারেটিভ সমিতিসমূহের ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২ আইনের বঙ্গানুবাদ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থা বিভাগ।

সম্ভূয়কারী সমিতিবিষয়ক আইন সংশোধনার্থ আইন।

কৃষক, শিল্পি এবং অল্প আয়বিশিষ্ট অপরাপর ব্যক্তিদিগের মধ্যে মিতব্যয়িতা এবং স্বাবলম্বন গুণ বর্দ্ধিতকরণার্থে সম্ভূয়কারী সমিতি-সমূহ গঠনের আরও সুবিধা করিয়া দেওয়া এবং সেই সম্ভূয়কারী সমিতিসমূহবিষয়ক আইন সংশোধন করা বিহিত, অতএব এতদ্দারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা গেল ঃ—

সুচনা।

সংক্ষিপ্ত নাম ও ব্যাপ্তি।

১ ধারা (১) এই আইনটী সম্ভূয়কারী সমিতিসমূহবিষয়ক ১৯১২ সালের আইন নামে অভিহিত হইতে পারিবে ; এবং

(২) ইহা সমস্ত বৃটিশ ভারতবর্ষে প্রচলিত হইবে।

অর্থনির্দ্দেশ।

২ ধারা। বিষয় বা পূর্ব্বাপর কথায় বিরোধীভাবের কিছু না থাকিলে এই আইনে—

(ক) "উপবিধি" বলিতে উপস্থিত সময়ের প্রচলিত রেজিষ্টারী করা উপবিধিসমূহ বুঝাইবে এবং ঐ উপবিধিসমূহের রেজিষ্টারী করা সংশোধনও বুঝাইবে ;

(খ) "কমিটি" বলিতে রেজিষ্টারী করা কোন সমিতির যে শাসকদলের প্রতি ঐ সমিতর কার্য্যনির্ব্বাহের ভার অর্পিত আছে সেই শাসকদলকে বুঝাইবে ;

(গ) "সভ্য" শব্দে যে ব্যক্তি কোন সমিতি রেজিষ্টারী করিবার প্রার্থনায় যোগদান করেন এবং রেজিষ্টারা করিবার পর যে ব্যক্তিকে উপবিধিসমূহ অনুসারে ও কোন বিধি অনুসারে সভ্যপদে গ্রহণ করা হয় তাঁহারও গণ্য ;

(ঘ) "কর্ম্মচারী" শব্দে সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, কমিটির সভ্য কি অন্য যে ব্যক্তি বিধি কিংবা উপবিধি অনুসারে সমিতির বিষয়কর্ম্মসম্বন্ধে আদেশ দিতে ক্ষমতাপন্ন তাঁহাকেও বঝাইবে :

(ঙ) "রেজিষ্টারী করা সমিতি" বলিতে এই আইনমতে রেজিষ্টারী করা কিংবা রেজিষ্টারী করা বলিয়া বিবেচিত কোন সমিতিকে বুঝাইবে ; এবং

(চ) "রেজিষ্ট্রার" শব্দে যে কোন ব্যক্তি এই আইনমতে সম্ভূয়কারী সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রারের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনার্থে নিযুক্ত হন সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে ;

(ছ) "বিধি" বলিতে এই আইনক্রমে প্রণীত বিধি বুঝাইবে।

রেজিষ্টারীকরণবিষয়ক বিধি।

রেজিষ্ট্রার।

৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যক্তিকে সেই প্রদেশের কিংবা উহার কোন অংশের নিমিত্ত সম্ভূয়কারী সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং ঐ রেজিষ্ট্রারকে সাহায্য করিবার জন্য অপরাপর ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, ও সাধারণ বা বিশেষ আদেশক্রমে তদ্রূপ কোন ব্যক্তিকে এই আইনমত কোন রেজিষ্ট্রারের সমস্ত বা যে কোন ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

যে সকল সমিতিকে রেজিষ্টারী করা যাইতে পারিবে।

৪ ধারা। সম্ভূয়কার্য্যের নিয়মানুসারে সভ্যগণের আর্থিক বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা যে সমিতির উদ্দেশ্য কিংবা তদ্রূপ কোন সমিতির কার্য্যের সুবিধা করিয়া দেওয়ার অভিপ্রায়ে যে সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, সেই সমিতিকে, পশ্চাৎ লিখিত বিধানসমূহের অধীনে, সীমাবদ্ধ দায়িত্বের সহিত বা বিনা এই আইনমতে রেজিষ্টারী করা যাইতে পারিবে।

কিন্তু, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ কিংবা বিশেষ আদেশক্র. প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে—

(১) যে সমিতির কোন সভ্য একটী রেজিষ্টারী করা সমিতি সেই সমিতির দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হইবে ;

(২) সভ্যগণকে ধার দেওয়ার জন্য তহবীল সৃষ্ট করা। সমিতির উদ্দেশ্য এবং যাহার অধিকাংশ সভ্য কৃষ এবং যাহার কোন সভ্যই রেজিষ্টারী করা সমি নহে. সেই সমিতির দায়িত্বের সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকি

সভ্যগণের অধিকার এবং দায়িত্ব।

দেয় টাকা না দেওয়া পর্য্যন্ত কোন সভ্য কোন অধিকার পরিচালন করিবেন না।

১২। কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির কোন সভ্য, বিধিসমূহ কিংবা উপবিধিসমূহের দ্বারা যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হয় যদি বা যে পর্য্যন্ত তাঁহার সভ্যপদের জন্য সেইমত টাকা না দেন কিংবা সেই মত স্বার্থ অর্জ্জন না করেন, সেই পর্য্যন্ত তিনি সভ্যের অধিকার পরিচালন করিবেন না।

সভ্যগণের ভোট।

১৩ ধারা। (১) যেস্থলে রেজিষ্টারী করা কোন সমিতির সভ্যগণের দায়িত্ব শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, সেস্থলে মূলধনে প্রত্যেক সভ্যের স্বার্থের পরিমাণ যাহাই থাকুক না কেন ঐ সমিতির বিষয়কার্য্যে সভ্যস্বরূপ তাঁহার একটীমাত্র ভোট থাকিবে।

(২) যেস্থলে রেজিষ্টারী করা কোন সমিতির সভাগণের দায়িত্ব শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, সেস্থলে, ঐ সমিতির উপবিধি দ্বারা যতগুলি ভোট নির্দ্দিষ্ট হয় প্রত্যেক সভ্যের ততগুলি ভোট থাকিবে।

(৩) যে রেজিষ্টারী করা সমিতি উহার তহবিলের কোন অংশ অপর কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির শেয়ার বা সিকিউরিটীতে প্রয়োগ করিয়াছেন, ঐ অপর রেজিষ্টারী করা সমিতির বিষয়সম্পর্কে ভোট দিবার প্রয়োজনার্থে সেই সমিতি তাহার কোন সভ্যকে প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

শেয়ার বা স্বার্থ হস্তান্তরকরণ সম্বন্ধে সঙ্কোচ।

১৪ ধারা। (১) এই আইন দ্বারা কিংবা বিধিসমূহ দ্বারা কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির মূলধনের কোন সভ্যের শেয়ার কিংবা স্বার্থের সর্ব্বোচ্চ সীমাসম্বন্ধীয় যে সকল নিয়ম নির্দ্দিষ্ট থাকে ঐ শেয়ার বা স্বার্থের হস্তান্তরকরণ বা চার্জ্জকরণ সেই সকল নিয়মের অধীন হইবে।

(২) অসীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট কোন সমিতির স্থলে কোন সভ্যের যে শেয়ার থাকে কিংবা ঐ সমিতির মূলধনে কোন সভ্যের যে স্বার্থ থাকে তাহা কিংবা তাহার কোন অংশ তিনি হস্তান্তর করিবেন না, যদি—

(ক) তিনি ঐ শেয়ার কিংবা স্বার্থ এক বৎসরের অন্যূন কাল না রাখিয়া থাকেন ; এবং

(খ) ঐ হস্তান্তর কিংবা চার্জ্জ ঐ সমিতিকে কিংবা ঐ সমিতির কোন সভ্যকে করা না হয়।

রেজিষ্টারী করা সমিতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

সমিতির ঠিকানা।

১৫ ধারা। প্রত্যেক রেজিষ্টারী করা সমিতির বিধিসমূহ অনুসারে রেজিষ্টারী করা এমন একটি ঠিকানা থাকবে যথায় সমস্ত নোটিস ও চিঠিপত্র প্রেরণ করা যাইতে পারিবে এবং তাহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহার সংবাদ রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠাইতে হইবে।

আইন, বিধি এবং উপবিধিসমূহের প্রতিলিপি দেখিবার জন্য রাখিতে হইবে।

১৬ ধারা। প্রত্যেক রেজিষ্টারী করা সমিতি এই আইনের এবং ঐ সমিতির অনুশাসনকারী বিধিসমূহের ও উহার উপবিধিসমূহের একখানি নকল দেখিবার জন্য তাঁহার রেজিষ্টারী করা ঠিকানায় রাখিবেন। উহা যুক্তিযুক্ত সকল সময়ে বিনা ব্যয়ে দেখিতে পারা যাইবে।

হিসাব পরিক্ষা।

১৭ ধারা। (১) প্রতি বৎসরে অন্ততঃ একবার করিয়া রেজিষ্ট্রার প্রত্যেক রেজিষ্টারী করা সমিতির হিসাব পরিক্ষা করিবেন কিংবা লিখিত সাধারণ কিংবা বিশেষ আদেশক্রমে এতৎপক্ষে তাঁহা দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যাক্তি কর্ত্তৃক হিসাব পরিক্ষা করাইবেন।

(২) যাহার পরিশোধ করিবার কাল অতীত হইয়াছে এরূপ কোন ঋণ থাকিলে ঐরূপ ঋণের বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং সমিতির স্থিত ও দায়িত্বের মূল্যাবধারণ করাও (১) প্রকরণ মত হিসাব পরীক্ষার অন্তর্গত হইবে।

(৩) রেজিষ্ট্রার, কালেক্টর কিংবা লিখিত সাধারণ কিংবা বিশেষ আজ্ঞাক্রমে যে কোন ব্যক্তি রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে এতদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তিনি, যে কোন সময়ে কোন সমিতির বহি, হিসাব, কাগজপত্র ও সিকিউরিটি পরিদর্শন করিতে পারিবেন, এবং পরিদর্শনকারী ব্যক্তি ঐ সমিতির লেনদেন ও কার্য্যপরিচালনসম্বন্ধীয় যে কোন সন্ধান চাহেন সমিতির প্রত্যেক কর্ম্মচারী সেই সন্ধান দিবেন।

রেজিষ্টারী করা সমিতিসমুহের বিশেষাধিকার।

সমিতি সমবায়িত সমাজ হইবে।

১৮ ধারা। কোন সমিতি রেজিষ্টারী করা হইলে উহা যে নামে রেজিষ্টারী করা হয় সেই নামে সমবেতভাবে গঠিত সমি হইবে, এবং উহার অখণ্ড পর্য্যায় ও সাধারণ মোহর থাকিবে সম্পত্তি অধিকার কবিবার, চুক্তি করিবার, দেওয়ানী মকদ্দমা এ অপরাপর আইনসংক্রান্ত কার্য্যানুষ্ঠান উপস্থিত ও তাহাতে প্রতিব

ধা
স্থান্য কর্ম্ম।

সমিতির বিধিসমূহ
(ক থাকবে যথায় সমস্ত
রবে এবং তাহার কোন
কট পাঠাইতে হইবে।
(খ সমিতি এই আইনের
র ও উহার উপবিধি-
তাহার রেজিষ্টারী করা
৬ ল সময়ে বিনা ব্যয়ে

লন্ততঃ একবার করিয়া
বল হিসাব পরিক্ষা করিবেন
য আদেশক্রমে এতৎপক্ষে
কর্ত্তৃক হিসাব পরিক্ষা

অতীত হইয়াছে এরূপ
পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং
(১) প্রকরণ মত হিসাব

ত সাধারণ কিংবা বিশেষ
নিকট হইতে এতদর্থে
ান সমিতির বহি, হিসাব,
করিতে পারিবেন, এবং
ও কার্য্যপরিচালনসম্বন্ধীয়
ত্যক কর্ম্মচারী সেই সন্ধান

র বিশেষাধিকার।

ষ্টারী করা হইলে উহা
সমবেতভাবে গঠিত সমি
সাধারণ মোহর থাকিবে
র, দেওয়ানী মকদ্দমা এব
উপস্থিত ও তাহাতে প্রতিবা

৫ ধারা। শেয়ারক্রমে কোন সমিতির সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হইবার স্থলে, কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির সভ্য ভিন্ন অপর কোন সভ্য—

সীমাবদ্ধ দায়িত্ব এবং শেয়ার মূলধনবিশিষ্ট সমিতির সভ্যের স্বার্থের সীমা।

(ক) বিধিক্রমে যে অংশ নির্দ্দিষ্ট হয় ঐ সমিতির শেয়ার মূলধনের সেই অংশের অধিক এবং উর্দ্ধসংখ্যা এক-পঞ্চমাংশের অধিক লইবেন না ; কিংবা

(খ) ঐ সমিতির শেয়ারে এক হাজার টাকার অধিক কোন স্বার্থ লইবেন না বা দাওয়া করিবেন না।

৬ ধারা। (১) যে সমিতির সভ্যগণ রেজিষ্টারী করা সমিতি, তদ্ভিন্ন কোন সমিতি এই আইনমতে রেজিষ্টারী করা হইবে না যাহার আঠার বৎসরের অধিক বয়স্ক অন্ততঃ দশজন সভ্য নাই ; এবং যেস্থলে সমিতির সভ্যগণের মধ্যে টাকা ধার দিবার নিমিত্ত তহবিল সৃষ্টি করা ঐ সমিতির উদ্দেশ্য সেস্থলে ঐরূপে রেজিষ্টারী করা যাইবে না, যদি ঐ ব্যক্তিগণ—

রেজিষ্টারীকরণের সর্ত্ত-সমূহ।

(ক) একই নগর কিংবা গ্রাম বা একই গ্রামপুঞ্জে বাস না করেন ; কিংবা

(খ) রেজিষ্ট্রার ভিন্ন প্রকারের আদেশ করিবার স্থল ছাড়া একই সম্প্রদায়, শ্রেণী, জাতি বা পেশাভুক্ত লোক না হন।

৭ ধারা। এই আইনের প্রয়োজনার্থে কোন ব্যক্তি কৃষক বা কৃষক নহে, কিংবা কোন ব্যক্তি কোন নগরের বা গ্রামের বা গ্রাম-পুঞ্জে অধিবাসী কি না, কিংবা দুই বা তদধিক গ্রাম একটি পুঞ্জ গঠন করে বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে কি না, কিংবা কান ব্যক্তি কোন বিশেষ সম্প্রদায়, শ্রেণী, জাতি বা পেশাভুক্ত ব্যক্তি কি না, এতৎসম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থিত হইলে রেজিষ্ট্রার তাহার নিষ্পত্তি করিবেন, এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

কোন কোন প্রশ্ন রেজিষ্ট্রারের নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা।

৮ ধারা। (১) রেজিষ্টারীকরণের প্রয়োজনার্থে রেজিষ্টারীকরণের কোন দরখাস্ত রেজিষ্ট্রারের নিকট করিতে হইবে।

রেজিষ্টারীকরণের দরখাস্ত।

(২) ঐ দরখাস্ত—

(ক) যে সমিতির কোন সভ্যই কোন রজিষ্টারী করা সমিতি নহেন এরূপ কোন সমিতির স্থলে, ৬ ধারার (১) প্রকরণের আদেশানুসারে উপযুক্ত অন্ততঃ দশ জন ব্যক্তির দ্বারা, এবং

(খ) যে সমিতির সমস্ত সভ্য রেজিষ্টারী করা সমিতি, তাহার স্থলে, ঐ সকল রেজিষ্টারী করা সমিতির প্রত্যেকের স্বপক্ষে যথাবিধি ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা এবং যেস্থলে ঐ সমিতির সমস্ত সভ্য রেজিষ্টারী করা সমিতি নহেন সেস্থলে অপর দশ জন সভ্য কিংবা যেস্থলে দশজনের কম অপর সভ্য থাকেন সেস্থলে তাঁহাদের সকলের দ্বারা,

স্বাক্ষরিত হইবে।

(৩) ঐ দরখাস্তের সঙ্গে ঐ সমিতির প্রস্তাবিত উপবিধিসমূহের এক কেতা নকল দিতে হইবে এবং যে ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক কিংবা যাহাদের পক্ষে ঐ দরখাস্ত করা হয়, রেজিষ্ট্রার ঐ সমিতিসম্বন্ধে যে সংবাদ চাহেন সেই ব্যক্তিদিগকে তাহা দিতে হইবে।

রেজিষ্টারীকরণ।

৯ ধারা। যদি রেজিষ্ট্রারের প্রতীতি হয় যে কোন সমিতি এই আইনের বিধানসমূহ এবং বিধিসমূহ পালন করিয়াছে এবং ইহার প্রস্তাবিত উপবিধিসমূহ এই আইন বা বিধিসমূহের বিরোধী নহে, তাহা হইলে তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করিলে ঐ সমিতি ও উহার উপবিধিসমূহকে রেজিষ্টারী করিবেন।

রেজিষ্টারীকরণের প্রমাণ।

১০ ধারা। রেজিষ্ট্রারের স্বাক্ষরিত রেজিষ্টারীকরণের সার্টিফিকেট তল্লিখিত সমিতির রেজিষ্টারীকরণ রদ করা হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত না হইলে, উহার যথাবিধি রেজিষ্টারী হওয়ার চূড়ান্ত প্রমাণ হইবে।

রেজিষ্টারী করা সমিতির উপবিধির সংশোধন।

১১ ধার। (১) কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির উপবিধিসমূহের কোন সংশোধন এই আইনমতে রেজিষ্টারী না হওয়া পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইবে না, এতদর্থে ঐ সংশোধনের একখানি প্রতিলিপি রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠাইতে হইবে।

(২) উপবিধিসমূহের কোন সংশোধন এই আইন কিংবা বিধিসমূহের বিরুদ্ধে নহে রেজিষ্ট্রারের এরূপ প্রতীতি হইলে, তিনি যদি উপযুক্ত বিবেচনা করেন তবে ঐ সংশোধন রেজিষ্টারী করিতে পারিবেন।

(৩) যখন রেজিষ্ট্রার কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির উপবিধিসমূহের কোন সংশোধন রেজিষ্টারী করেন তখন তিনি তাঁহার দ্বারা সংশিত ঐ সংশোধনের একখানি প্রতিলিপি ঐ সমিতিকে পাঠাইয়া দিবেন, উহা ঐ সংশোধন যথাযথ রেজিষ্টারী হওয়ার চূড়ান্ত প্রমাণ হইবে।

…া সমিতি, তাহার
…তির প্রত্যেকের
…র দ্বারা এবং
… রেজিষ্টারী করা
…জন সভ্য কিংবা
… থাকেন সেস্থলে

…ত উপবিধিসমূহের
…গণকর্তৃক কিংবা
… সমিতিসম্বন্ধে যে
…।

… কোন সমিতি এই
…য়াছে এবং ইহার
…হের বিরোধী নহে,
… সমিতি ও উহার

…ারীকরণের সার্টি-
…া হইয়াছে বলিয়া
…ওয়ার চূড়ান্ত প্রমাণ

…সমিতির উপবিধি-
…ণী না হওয়া পর্য্যন্ত
…কখানি প্রতিলিপি

…এই আইন কিংবা
…তি হইলে, তিনি
… রেজিষ্টারী করিতে

… সমিতির উপবিধি-
… তিনি তাঁহার দ্বারা
…মিতিকে পাঠাইয়া
…ওয়ার চূড়ান্ত প্রমাণ

করিবার, ও উহা যে উদ্দেশ্যে গঠিত হইতেছে, সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ আবশ্যক সমস্ত কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

১৯ ধারা। ভূমির রাজস্বসম্পর্কে বা ভূমির রাজস্বের ন্যায় আদায়যোগ্য কোন টাকাসম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের, কিংবা খাজনাসম্পর্কে বা খাজনার ন্যায় আদায়যোগ্য কোন টাকাসম্পর্কে ভূম্যধিকারীর, অগ্রগণ্য দাওয়া থাকিলে তাহা মান্য করিয়া, কোন সভ্যের কিংবা যে ব্যক্তি আর সভ্য নাই তাহার নিকট হইতে— সমিতির দাবির অগ্রগণ্যতা।

(ক) ঐ সভ্য বা ব্যক্তিকে যে তারিখে বীজ কি সার সরবরাহ করা হয় কিংবা বীজ বা সার ক্রয়ার্থে টাকা ঋণ দেওয়া হয় সেই তারিখ হইতে আঠার মাসের মধ্যে যে কোন সময়ে ঐ সভ্য বা ব্যক্তির ফসল বা কৃষিজাত অপর দ্রব্যের উপর ঐ বীজ বা সার সরবরাহ বা বীজ কি সার ক্রয়ার্থে প্রদত্ত ঐ ঋণসম্বন্ধে,

(খ) কোন গবাদি পশু, গবাদির খাদ্য, কৃষি বা শিল্পসংক্রান্ত যে হাতিয়ার বা কলকব্জা কিংবা দ্রব্যাদি প্রস্তুত-করণের নিমিত্ত যে কাঁচা মাল সরবরাহ করা হয়, কিংবা পূর্ব্বোক্ত যে কোন দ্রব্যাদির ক্রয়ার্থ যে টাকা ঋণ দেওয়া হয় সেই টাকা হইতে সম্পূর্ণরূপে বা অংশত ক্রয় করা হয়, কিংবা ঐরূপে সরবরাহ বা ক্রয় করা কাঁচা মাল হইতে যে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হয় তাহার উপর ঐ সরবরাহ বা ঋণ সম্বন্ধে,

কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির যাহা পাওনা থাকে তাহা অন্য পাওনাদারদিগের অগ্রে ঐ সমিতির আদায় করিয়া লইতে অধিকারী হইবেন।

২০ ধারা। কোন সভ্য বা ভূতপূর্ব্ব সভ্যের নিকট কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির কোন ঋণ প্রাপ্য থাকিলে তৎসম্বন্ধে, ঐ সভ্য বা ভূতপূর্ব্ব সভ্যের মূলধনে যে শেয়ার স্বার্থ থাকে তাহার উপর ও তাঁহার আমানতী টাকার উপর এবং ঐ সভ্য বা ভূতপূর্ব্ব সভ্যকে কোন ডিভিডেণ্ড, পারিতোষিক বা লভ্য দেয় থাকিলে সেই ডিভিডেণ্ড প্রভৃতির উপর ঐ সমিতির চার্জ্জ থাকিবে এবং কোন সভ্য বা ভূতপূর্ব্ব সভ্যের নামে যে কোন টাকা জমা থাকে কিংবা তাঁহাকে দেয় হয় তাহা ঐরূপ কোন ঋণ পরিশোধার্থে কি পরিশোধের আনুকূল্যার্থে ঐ সমিতি বাদ দিতে পারিবেন। সভ্যের শেয়ার বা স্বার্থ সম্বন্ধে চার্জ্জ এবং দাওয়ার বিপরীত দাওয়া।

শেয়ার বা স্বার্থ ক্রোকযোগ্য নহে।

২১ ধারা। কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির মূলধনে কোন সভ্যের যে শেয়ার কি স্বার্থ থাকে তাহা, ২০ ধারার বিধান মান্য করিয়া, ঐ সভ্যের ঋণ বা দায়িত্বসম্বন্ধে কোন আদালতের ডিক্রী বা আজ্ঞাক্রমে ক্রোক বা বিক্রয় করিতে পারা যাইবে না এবং রাজধানী নগরসমূহের যোত্রহীনতাবিষয়ক ১৯০৯ সালের আইন মতে কোন অফিসিয়াল আসাইনী কিংবা প্রাদেশিক যোত্রহীনতাবিষয়ক ১৯০৭ সালের আইনমতে নিযুক্ত কোন রিসিভারের ঐ শেয়ার বা স্বার্থে কোন স্বত্ব বা দাওয়া থাকিবে না। (১৯০৯ ৩ আইঃ; ১৯০৭ ৩ আইঃ)

সভ্যের মৃত্যু হইলে স্বার্থের হস্তান্তর।

২২ ধারা। (১) কোন সভ্যের মৃত্যু হইলে কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির ঐ মৃত সভ্যের শেয়ার কিংবা স্বার্থ এতৎপক্ষে প্রণীত বিধিসমূহ অনুসারে মনোনীত ব্যক্তিকে কিংবা ঐরূপে মনোনীত কোন ব্যক্তি না থাকিলে যে ব্যক্তি ঐ মৃত সভ্যের উত্তরাধিকারী কিংবা আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি বলিয়া কমিটির বোধ হয় সেই ব্যক্তিকে হস্তান্তরিত করিয়া দিতে পারিবেন অথবা বিধি কিংবা উপবিধিসমূহ অনুসারে যত টাকা ঐ সভ্যের শেয়ার কিংবা স্বার্থের মূল্যস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হয় তত টাকা ঐ মনোনীত ব্যক্তি, উত্তরাধিকারী কিংবা স্থলবিশেষে আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে দিতে পারিবেন।

কিন্তু—

(/০) অসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট কোন সমিতির স্থলে ঐরূপ মনোনীত ব্যক্তি, উত্তরাধিকারী, কিংবা স্থলবিশেষে আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপে নির্ণীত মৃত সভ্যের শেয়ারের কিংবা স্বার্থের মূল্য ঐ সমিতির নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন।

(৵০) সীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট কোন সমিতির স্থলে, সমিতি, মৃত সভ্যের শেয়ার কিংবা স্বার্থ, ঐরূপ মনোনীত ব্যক্তি, উত্তরাধিকারী কিংবা স্থলবিশেষে আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে হস্তান্তরিত করিবেন, যদি ঐ ব্যক্তি বিধি ও উপবিধিসমূহ অনুসারে ঐ সমিতির সভ্যপদের উপযুক্ত হন, কিংবা মৃত সভ্যের মৃত্যুর তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে তিনি দরখাস্ত করিলে তাহাতে ঐরূপ যে উপযুক্ত ব্যক্তির নির্দ্দেশ থাকে সেই ব্যক্তিকে হস্তান্তরিত করিবে।

(২) কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির নিকট হইতে মৃত সভ্যের অপরাপর যে সকল টাকা পাওনা থাকে তাহা ঐ সমিতি ঐরূপ

মনোনীত ব্যক্তি, উত্তরাধিকারী কিংবা আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে দিতে পারিবেন।

(৩) কোন রেজিষ্টারী করা সমিতি কর্ত্তৃক এই ধারানুসারে যে সকল হস্তান্তর এবং টাকা প্রদান করা হয় তাহা অপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঐ সমিতির উপর কৃত কোন দাবীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ এবং ফলবৎ হইবে।

ভূতপূর্ব্ব সভ্যের দায়িত্ব।

২৩ ধারা। কোন ভূতপূর্ব্ব সভ্য যে সময় হইতে সভ্য রহিলেন না সেই সময়ে সমিতির যে ঋণ থাকে সেই ঋণের জন্য তাঁহার দায়িত্ব যে তারিখে তিনি আর সভ্য না থাকেন সেই তারিখ হইতে দুই বৎসর কাল চলিতে থাকিবে।

মৃত সভ্যের ইষ্টেটের দায়িত্ব।

২৪ ধারা। কোন মৃত সভ্যের মৃত্যুর সময় কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির যে ঋণ থাকে সেই ঋণের জন্য ঐ মৃত সভ্যের ইষ্টেট তাঁহার মৃত্যুর সময় হইতে এক বৎসর কাল দায়ী থাকিবে।

সভ্যগণের রেজিষ্টারী।

২৫ ধারা। কোন রেজেষ্টারী করা সমিতি সভ্যগণের বা শেয়ারসমূহের যে কোন রেজিষ্টার বা তালিকা রাখেন তাহা তল্লিখিত নিম্নোক্ত যে কোন বিষয়সম্বন্ধে আপাতদৃষ্টিতে যথেষ্ট প্রমাণস্বরূপ হইবে:—

(ক) কোন ব্যক্তির নাম যে তারিখে সভ্যস্বরূপ ঐ রেজিষ্টারীতে বা তালিকায় লিখিত হইয়াছিল সেই তারিখ;

(খ) ঐরূপ কোন ব্যক্তি যে তারিখ হইতে সভ্য না থাকেন সেই তারিখ।

সমিতির বহির লিখনসমূহের প্রমাণ।

২৬ ধারা। বিষয়কার্য্য চালাইবার রীত্যনুসারে যাহা নিয়মিতরূপে রাখা হইয়াছে রেজিষ্টারী করা কোন সমিতির এমন কোন বহির লিখিত কোন দফার নকল, বিধির নির্দ্দিষ্ট প্রকারে সংশিত হইলে, কোন মোকদ্দমায় কিংবা আইনমত কার্য্যানুষ্ঠানে, ঐরূপ দফা যে লিখিত আছে আপাতদৃষ্টিতে সেই কথার প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে, এবং উহাতে যে যে বিষয়, লেনদেন ও হিসাব লিপিবদ্ধ থাকে তাহার প্রমাণস্বরূপে যে স্থলে মূল লিখন গ্রাহ্য হইতে পারে তদ্রূপ প্রত্যেক স্থলে এবং যে পরিমাণে গ্রাহ্য হইতে পারে সেই পরিমাণে গ্রাহ্য হইবে।

রেজিষ্টারী করা সমিতির শেয়ার এবং ডিবেঞ্চর সম্পর্কীয় নিদর্শন পত্রসমূহকে রেজিষ্টারী করার বাধ্যতা হইতে অব্যাহতি দেওন।

২৭ ধারা। ভারতবর্ষীয় রেজেষ্টারীকরণবিষয়ক ১৯০৮ সালের আইনের ১৭ ধারার (১) প্রকরণের (খ) ও (গ) দফার কোন কথা নিম্নলিখিত কোন বিষয়সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে না—

(১) কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির স্থিত সম্পূর্ণরূপে কিংবা অংশত স্থাবর সম্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও, ঐ সমিতির শেয়ার সম্পর্কীয় কোন নিদর্শনপত্র; কিংবা

(২) তদ্রূপ কোন সমিতি যে ডিবেঞ্চর বাহির করেন এবং তদ্রূপ ডিবেঞ্চরধারীদিগের উপকারার্থে যে রেজিষ্টারী করা নিদর্শনপত্রক্রমে ঐ সমিতি তাহার সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি বা তদংশ বা তাহাতে কোন স্বার্থ ন্যাসস্বরূপ ন্যাসধারীদিগকে বন্ধক দিয়াছেন, লিখিয়া দিয়াছেন কিংবা প্রকারান্তরে হস্তান্তরিত করিয়া দিয়াছেন, যে ডিবেঞ্চর ডিবেঞ্চরধারীকে যতদূর সেই নিদর্শনপত্রের প্রদত্ত নিশ্চিন্ততা পাইতে অধিকারী করে ততদূর ছাড়া, স্থাবর সম্পত্তিতে কোন অধিকার, স্বত্ব কিংবা স্বার্থ সৃষ্ট, ব্যক্ত, আশাইন, সীমাবদ্ধ কিংবা লোপ করে না এমন যে কোন ডিবেঞ্চর ; কিংবা

(৩) তদ্রূপ কোন সমিতির প্রচারিত কোন ডিবেঞ্চরের উপরিস্থ কোন পৃষ্ঠলিপি কিংবা ঐ ডিবেঞ্চরের কোন হস্তান্তরকরণ পত্র।

আয়কর, ষ্টাম্প মাশুল এবং রেজিষ্টারীকরণের ফী হইতে অব্যাহতি দিবার ক্ষমতা।

২৮ ধারা। (১) সকাউন্সিল শ্রীযুত গবর্ণর-জেনারল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া কোন না কোন শ্রেণীর রেজিষ্টারী করা সমিতির বেলা, নিম্নলিখিত মাশুল মাফ করিতে পারিবেন :—

ঐ সমিতির লভ্যসম্বন্ধে কিংবা ঐ সমিতির সভ্যগণ লভ্যের হিসাবে যে সকল ডিভিডেণ্ড কিংবা অপর টাকা প্রাপ্ত হন তৎসম্বন্ধে যে আয়কর দেয় হয় তাহা।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, স্থানীয় সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া, কোন বা কোন শ্রেণীর রেজিষ্টারী করা সমিতির বেলা, নিম্নলিখিত মাশুলগুলি মাফ করিতে পারিবেন, যথা :—

(ক) কোন রেজিষ্টারী করা সমিতি কর্ত্তৃক বা উহার পক্ষে কিংবা ঐ সমিতির কোন কর্ম্মচারী বা সভ্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত ঐ সমিতির বিষয়কর্ম্মসংক্রান্ত কোন দস্তাবেজ কিংবা কোন শ্রেণীর ঐরূপ দস্তাবেজের উপর উপস্থিত সময়ে প্রচলিত কোন আইনানুসারে যথাক্রমে যে ষ্টাম্প মাশুল ধরা যাইতে পারে তাহা ;

(খ) রেজিষ্টারীকরণ সংক্রান্ত উপস্থিত সময়ে প্রচলিত কোন আইনানুসারে যে কোন ফী দেয় হয় তাহা।

রেজিষ্টারী করা সমিতিসমূহের সম্পত্তি ও ফণ্ড।

ঋণদান সম্বন্ধে সঙ্কোচ।

২৯ ধারা। (১) রেজিষ্টারী করা কোন সমিতি সভ্য ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তিকে ঋণ দিবেন না।

কিন্তু, রেজিষ্ট্রারের সাধারণ বা বিশেষ মঞ্জুরী গ্রহণ করতঃ কোন
রেজিষ্টারী করা সমিতি অপর কোন রেজিষ্টারী করা সমিতিকে ঋণ
দিতে পারিবেন।

(২) রেজিষ্ট্রারের মঞ্জুরী ব্যতীত কোন অসীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট
সমিতি অস্থাবর সম্পত্তি জামিনস্বরূপ রাখিয়া টাকা ঋণ দিবেন না।

(৩) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ কি বিশেষ আদেশক্রমে
রেজিষ্টারী করা কোন সমিতি বা রেজিষ্টারী করা কোন শ্রেণীর
সমিতি কর্ত্তৃক স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা ঋণ দেওয়া নিষিদ্ধ
অথবা সীমাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

৩০ ধারা। রেজিষ্টারী করা কোন সমিতি বিধি কিংবা উপবিধি- (ঋণকরণ সম্বন্ধে সঙ্কোচ।)
সমূহ দ্বারা যে পরিমাণ ও যে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয়, সভ্য নহেন এমন
ব্যক্তিদের নিকট হইতে কেবল সেই পরিমাণে ও সেই সেই নিয়মা-
ধীনে গচ্ছিত টাকা এবং ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৩১ ধারা। ২৯ ও ৩০ ধারার বিধানমত ছাড়া সভ্য ভিন্ন (সভ্য নহেন এমন ব্যক্তিদিগের সহিত অপরাপর লেনদেনের সঙ্কোচ।)
অপরাপর ব্যক্তিদিগের সহিত কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির লেন-
দেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে যদি কোন নিষেধ এবং সঙ্কোচ
নির্দ্দেশ করেন তদধীনে করিতে হইবে।

৩২ ধারা। (১) রেজিষ্টারীকরা কোন সমিতি উহার ফণ্ড— (ফণ্ডের নিয়োগ।)

(ক) গবর্ণমেণ্ট সেভিংস ব্যাঙ্কে ; কিংবা

(খ) ভারতবর্ষীয় ন্যাসবিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ২০
ধারায় নির্দ্দিষ্ট সিকিউরিটীসমূহের কোন সিকিউরিটীতে ;
কিংবা

(গ) রেজিষ্টারী করা অপর কোন সমিতির শেয়ারসমূহে বা
সিকিউরিটীতে ; কিংবা

(ঘ) এতদর্থে রেজিষ্ট্রারের অনুমোদিত কোন ব্যাঙ্ক বা ব্যাঙ্কর-
স্বরূপ কার্য্যকারী কোন ব্যক্তির নিকটে ; কিংবা

(ঙ) বিধিসমূহের অনুমত অপর কোন প্রণালীতে ;

নিয়োগ করিতে বা গচ্ছিত রাখিতে পারিবেন।

(২) এই আইনের প্রারম্ভের পূর্ব্বে কৃত যে সকল নিয়োগ বা
গচ্ছিত এই আইন বলবৎ থাকিলে সিদ্ধ হইত তাহা এতদ্দ্বারা সিদ্ধ
ও দৃঢ়ীকৃত হইল।

৩৩ ধারা। রেজিষ্টারী করা কোন সমিতির ফণ্ডের কোন অংশ, (লভ্যের হিসাবে ফণ্ডের টাকা বণ্টন করিতে দেওয়া যাইবে না।)
পারিতোষিক কিংবা ডিভিডেণ্ডর হিসাবে কিংবা অন্য প্রকারে তাহার

সভ্যগ

কিন্তু, কোন বৎসরের প্রকৃত লভ্যের এক-চতুর্থাংশ কোন রিজার্ভ ফণ্ডে রাখা যাইবার পর ঐ লভ্যের অবশিষ্ট অংশ হইতে এবং গত বৎসরসমূহের যে লভ্য বণ্টনার্থে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহা হইতে বিধি কিংবা উপবিধিসমূহ দ্বারা যে পরিমাণ ও যে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয় সভ্যগণকে সেই পরিমাণে ও সেই সেই নিয়মাধীনে টাকা দেওয়া যাইতে পারিবে।

পরন্তু, অসীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট কোন সমিতিস্থলে এতৎপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সাধারণ বা বিশেষ আজ্ঞা ব্যতীত কোন প্রকার লভ্যের বণ্টন করা যাইবে না।

দাতব্য উদ্দেশ্যে চাঁদা দান।

৩৪ ধারা। রেজিষ্টারী করা কোন সমিতি, রেজিষ্ট্রারের মঞ্জুরী গ্রহণ করত, কোন বৎসরের লভ্যের এক-চতুর্থাংশ কোন রিজার্ভ ফণ্ডে রাখা যাইবার পর অবশিষ্ট লভ্যের শতকরা দশ টাকার অনধিক টাকা দাতব্য দানবিষয়ক ১৮৯০ সালের আইনের ২ ধারায় বর্ণিত কোন দাতব্য উদ্দেশ্যে চাঁদাস্বরূপ দিতে পারিবেন। ১৮৯০। ১ আ

কার্য্যাদির পরিদর্শন।

রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক অনুসন্ধান।

৩৫ ধারা। (১) রেজিষ্ট্রার আপন প্রবৃত্তিমতে রেজিষ্টারী করা কোন সমিতির সংগঠন, কার্য্য ও আয়ব্যয়ঘটিত অবস্থাসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে পারিবেন কিংবা এতৎপক্ষে লিখিত আজ্ঞাক্রমে তাঁহার নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিবেন এবং কালেক্টরের অনুরোধানুসারে কিংবা কমিটির অধিকাংশ ব্যক্তিদের কিংবা সমগ্র সভ্যসংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশের প্রার্থনামতে ঐরূপ অনুসন্ধান অবশ্যই করিবেন কিংবা উক্তমত করাইবেন।

(২) রেজিষ্ট্রার কিংবা রেজিষ্ট্রারের নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি সমিতির কার্য্য সম্বন্ধীয় যে কোন সন্ধান জানিতে চাহেন ঐ সমিতির সমস্ত কর্ম্মচারী ও ভৃত্য ঐ সন্ধান দিবেন।

ঋণগ্রস্ত সমিতির বহি পরিদর্শন।

৩৬ ধারা। (১) রেজিষ্টারী করা কোন সমিতির কোন মহাজনের দরখাস্ত পাইলে রেজিষ্ট্রার ঐ সমিতির বহি পরিদর্শন করিবেন কিংবা লিখিত আজ্ঞাক্রমে তাঁহার নিকট এতদর্থে ক্ষমতা-প্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে ঐরূপ পরিদর্শন করিবার জন্য আদেশ করিবেন।

কিন্তু—

(ক) প্রার্থনাকারী, ঐ ঋণের টাকা তখনও যে দেয় এবং তাঁহার ঋণের টাকা পাইবার জন্য তিনি যে তাগাদা করিয়াছেন ও যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ঐ টাকা পান নাই, তৎসম্বন্ধে রেজিষ্ট্রারের প্রতীতি জন্মাইবেন ; এবং

(খ) রেজিষ্ট্রার যেরূপ আদেশ করেন প্রস্তাবিত পরিদর্শনের খরচার জামিনস্বরূপ প্রার্থনাকারী রেজিষ্ট্রারের নিকট সেইরূপ টাকা আমানত করিবেন।

(২) তদ্রূপ কোন পরিদর্শনের ফল রেজিষ্ট্রার ঐ মহাজনকে অবগত করাইবেন।

৩৭ ধারা। যে স্থলে ৩৫ ধারা অনুসারে কোন অনুসন্ধান কিংবা ৩৬ ধারা অনুসারে কোন পরিদর্শন করা হয়, রেজিষ্ট্রার সেই স্থলে সমিতি, অনুসন্ধান বা পরিদর্শনপ্রার্থি সভ্যগণ বা মহাজন এবং সমিতির কর্ম্মচারিগণ বা ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারিগণের মধ্যে উক্ত অনুসন্ধান বা পরিদর্শন কার্য্যের খরচা বা ঐ খরচার যে অংশ উচিত বোধ করেন সেই অংশ বণ্টন করিয়া দিতে পারিবেন। অনুসন্ধানের খরচা।

৩৮ ধারা। ৩৭ ধারামতে খরচা বলিয়া কোন টাকা নিরূপিত করিয়া দেওয়া হইলে, যে ব্যক্তির নিকট ঐ টাকা দাওয়া করা যাইতে পারে তিনি যে স্থানে প্রকৃতপক্ষে ও স্বইচ্ছায় বাস করেন কিংবা ব্যবসা চালান সেই স্থানে বিচারাধিকারবিশিষ্ট কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রার্থনা করিয়া ঐ ম্যাজিষ্ট্রেটের এলাকার মধ্যে ঐ ব্যক্তির কোন অস্থাবর সম্পত্তি থাকিলে তাহা ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা উক্ত টাকা আদায় করা যাইতে পারিবে। খরচা আদায়।

সমিতির লোপবিষয়ক বিধি।

৩৯ ধারা। (১) ৩৫ ধারামতে কোন অনুসন্ধান করাইবার পর কিংবা ৩৬ ধারামতে কোন পরিদর্শন করা হইবার পর কিংবা কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির সভ্যদিগের তিন-চতুর্থাংশ ব্যক্তিগণকৃত প্রার্থনা প্রাপ্ত হইয়া যদি রেজিষ্ট্রার এরূপ বিবেচনা করেন যে, ঐ সমিতির লোপ করা উচিত, তাহা হইলে তিনি ঐ সমিতির রেজিষ্টারী করা রহিত করিতে পারিবেন। সমিতির লোপ।

(২) (১) প্রকরণমতে কৃত কোন আজ্ঞার তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে কোন সমিতির কোন সভ্য ঐ আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন।

(৩) কোন সমিতির রেজিষ্টারীকরণ রহিতের কোন আজ্ঞা করিবার দুই মাসের মধ্যে কোন আপীল উপস্থিত করা না হইলে, ঐ কাল অতীত হইলে ঐ আজ্ঞা ফলবৎ হইবে।

(৪) দুই মাসের মধ্যে আপীল উপস্থিত করা হইলে, আপীল-সম্পকিয় কর্ত্তৃপক্ষকর্ত্তৃক ঐ আজ্ঞা দৃঢ়ীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত উহা ফলবৎ হইবে না।

(৫) যে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই ধারামত আপীল করিতে হইবে তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইবে।

কিন্তু, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া আদেশ করিতে পারিবেন যে ঐ বিজ্ঞাপনে যে রাজস্বসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ থাকে তাঁহার নিকট আপীল করিতে হইবে।

সমিতির রেজিষ্টারী-করণ রহিত করা।

৪০ ধারা। যেস্থলে কোন সমিতির রেজিষ্টারীকরণের একটী সর্ত্ত এই থাকে যে উহার সভ্যগণের সংখ্যা অন্ততঃ দশ হইবে সেস্থলে উহার সভ্যগণের সংখ্যা কমাইয়া দশের কম করা হইয়াছে কোন সময়ে ইহা রেজিষ্ট্রারের সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হইলে রেজিষ্ট্রার লিখিত আদেশক্রমে ঐ সমিতির রেজিষ্টারী করা রহিত করিতে পারিবেন।

রেজিষ্টারী রহিত-করণের ফল।

৪১ ধারা। যখন কোন সমিতির রেজিষ্টারী রহিত করা হয় তখন ঐ সমিতি—

(ক) ৩৯ ধারার বিধানানুসারে রহিত হওয়ার স্থলে, রহিতের আদেশ যে তারিখে ফলবৎ হয় সেই তারিখ হইতে,

(খ) ৪০ ধারার বিধানানুসারে রহিত হওয়ার স্থলে, আদেশের তারিখ হইতে,

আর আইনানুসারে সমবায়িত সমাজ থাকিবে না।

সমিতি গুটাইয়া লইবার কথা।

৪২ ধারা। (১) যে স্থলে ৩৯ বা ৪০ ধারামতে কোন সমিতির রেজিষ্টারীকরণ রহিত করা হয় সেইস্থলে রেজিষ্ট্রার কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ সমিতির ঋণশোধক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) (১) প্রকরণমতে নিযুক্ত ঋণশোধক—

(ক) আপন পদের নামে ঐ সমিতির পক্ষে মোকদ্দমা ও অপরাপর আইনমত কার্য্যানুষ্ঠান করিতে ও তাহাতে প্রতিবাদ করিতে ;

(খ) সমিতির সভ্য ও ভূতপূর্ব্ব সভ্যগণ সমিতির হস্তে যথাক্রমে কে কত টাকা দিবেন তাহা অবধারিত করিতে ;

(গ) সমিতির বিরুদ্ধে যে সকল দাওয়া হয় তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে এবং দাওয়াদারগণের মধ্যে অগ্রগণ্যতাসম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হয় এই আইনের বিধান মান্য করিয়া তাহার নিষ্পত্তি করিতে ;

(ঘ) ঋণশোধের খরচ কোন্ ব্যক্তিরা কি কি অনুপাতে বহন করিবেন ইহা অবধারিত করিতে ; এবং

(ঙ) সমিতির কার্য্য গুটাইয়া লইবার নিমিত্ত যেরূপ আবশ্যক বিবেচনা করেন সমিতির স্থিত আদায় ও বণ্টনকরণ-সম্বন্ধে তদ্রূপ আদেশ দিতে—

ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

(৩) কোন বিধি মান্য করিয়া এই ধারামতে নিযুক্ত কোন ঋণ-শোধক এই ধারার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণতকরণার্থ যতদূর আবশ্যক হয় ততদূর ১৯০৮ সালের দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালীবিষয়ক আইনানুসারে দেওয়ানী আদালতের স্থলে সাক্ষীদিগকে সমন দিয়া তাহাদিগকে উপস্থিত করাইবার এবং দলীল উপস্থিত করাইবার যে যে উপায় ও যে প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সেই উপায়ে ও যতদূর সম্ভব সেই প্রকারে ঐ ঐ কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

(৪) কোন ঋণশোধক এই ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করেন তদ্বিরুদ্ধে আপীল হইবার নিমিত্ত বিধিতে বিধান থাকিলে ঐ আপীল জিলার জজ আদালতে করিতে হইবে।

(৫) এই ধারামতে যে সকল আজ্ঞা করা হয় তাহা, আবেদন করা হইলে পর, নিম্নলিখিতরূপে প্রবল করা যাইতে পারিবে:—

(ক) কোন ঋণশোধক কর্তৃক কৃত হইলে, স্থানীয় বিচারাধি-কারবিশিষ্ট কোন দেওয়ানী আদালতদ্বারা ঐ আদা-লতের ডিক্রীর ন্যায়;

(খ) আপীলক্রমে জিলার জজের আদালত কর্তৃক কৃত হইলে, ঐ আদালতের বিচারাধীন কোন মোকদ্দমায় ঐ আদালতের কৃত কোন ডিক্রীর ন্যায়।

(৬) ইতিপূর্ব্বে এই আইনে যে স্থলে স্পষ্ট বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন কোন স্থলে এই আইনমত কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির লোপসংক্রান্ত কোন বিষয়ে কোন দেওয়ানী আদালতের কোন বিচারাধিকার থাকিবে না।

বিধি।

বিধি। ৪৩ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই আইনের অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করণার্থে সমস্ত প্রদেশ কি উহার কোন অংশের নিমিত্ত এবং কোন রেজিষ্টারী করা সমিতি কি ঐরূপ সমিতির কোন শ্রেণীর নিমিত্ত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ এবং উপরিলিখিত ক্ষমতার সাধারণভাবের ব্যতিক্রম না ঘটাইয়া ঐরূপ বিধিক্রমে—

(ক) কোন সভ্য কোন সমিতির মূলধনের সর্ব্বোচ্চসংখ্যক যে শেয়ার বা অধিকতম যে অংশ রাখিতে পারিবেন ৫ ধারার বিধান মান্য করিয়া তাহার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে ;

(খ) কোন সমিতির রেজিষ্টারীকরণের প্রার্থনার নিমিত্ত যে সকল পাঠের ব্যবহার করিতে হইবে তাহার এবং ঐরূপ প্রার্থনাকরণবিষয়ের কার্য্যপ্রণালীর নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে ;

(গ) কোন সমিতি যে যে বিষয়সম্বন্ধে উপবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন বা করিবেন তাহার এবং উপবিধি প্রণীত, পরিবর্ত্তিত ও রহিত করিতে যে কার্য্যপ্রণালীর অনুসরণ করা যাইবে, তাহার, এবং ঐরূপ প্রণীত, পরিবর্ত্তিত বা রহিতকরণের পূর্ব্বে যে সকল সর্ত্ত পালন করিতে হইবে তাহার, নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে ;

(ঘ) সভ্যপদপ্রার্থী ব্যক্তিদের কিংবা সভ্যরূপে গৃহীত ব্যক্তিদের যে সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ এবং সভ্যগণের নির্ব্বাচন ও গ্রহণের এবং সভ্যপদগত স্বত্বের পরিচালন করিবার পূর্ব্বে যত টাকা দিতে হইবে ও যে সকল স্বার্থ অর্জ্জন করিতে হইবে তাহার বিধান করা যাইতে পারিবে ;

(ঙ) শেয়ার বা ডিবেঞ্চর দ্বারা বা অন্য রকমে যে প্রকারে মূলধন তুলিতে পারা যাইবে তাহার ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে ;

(চ) সভ্যগণের সাধারণ অধিবেশনের, এবং উক্তরূপ সভার কার্য্যপ্রণালীর এবং উক্তরূপ সভাকর্ত্তৃক যে সকল ক্ষমতার পরিচালন করা যাইবে তাহার বিধান করা যাইতে পারিবে ;

(ছ) কমিটির সভ্যগণের ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর নিয়োগের, অস্থায়িভাবে পদচ্যুতির ও অপসারণের, কমিটির সভাধিবেশনের কার্য্যপ্রণালীর এবং কমিটি ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা যে সকল ক্ষমতার পরিচালন ও যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন তাহার বিধান করা যাইতে পারিবে ;

(জ) কোন সমিতির যে যে হিসাব ও বহি রাখিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশের, এবং ঐ সকল হিসাব পরীক্ষা করিবার ও ঐরূপ পরীক্ষা করিবার জন্য কোন খরচ লওয়া হইলে সেই খরচের এবং কোন সমিতির স্থিত ও দায়িত্ব প্রদর্শক একখানি আয়ব্যয় স্থিতিপত্রের নিয়মিত কালান্তরে প্রকাশিতকরণের, বিধান করা যাইতে পারিবে ;

(ঝ) সমিতিকে রেজিষ্ট্রারের নিকট যে সকল রিটার্ণ অর্পণ করিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ এবং যে সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে আকারে ঐ সকল রিটার্ণ অর্পিত হইবে তাহার বিধান করা যাইতে পারিবে ;

(ঞ) সমিতির বহির লিখিত কথার নকল যে ব্যক্তিদের দ্বারা ও যে পাঠে তস্দিক্ করা যাইতে পারিবে তাহার বিধান করা যাইতে পারিবে ;

(ট) সভ্যগণের একখানি রেজিষ্টারী সঙ্কলন ও রক্ষার, এবং যেস্থলে সভ্যগণের দায়িত্ব শেয়ারদ্বারা সীমাবদ্ধ হয় সেইস্থলে শেয়ারের একখানি রেজিষ্টারী সঙ্কলন ও রক্ষার বিধান করা যাইতে পারিবে ;

(ঠ) সমিতির সভ্যগণ বা ভূতপূর্ব্ব সভ্যগণ কিংবা কোন সভ্য কি ভূতপূর্ব্ব সভ্যের সূত্রে যে ব্যক্তিরা দাওয়া রাখেন তাঁহাদের মধ্যে, কিংবা কোন সভ্য কি ভূতপূর্ব্ব সভ্য কিংবা তদ্রূপ দাওয়াকারী ব্যক্তিদের এবং কমিটি কি কোন কর্ম্মচারী এই দুই পক্ষের মধ্যে, সমিতির বিষয়-কর্ম্ম লইয়া কোন বিবাদ হইলে, ঐ বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য রেজিষ্ট্রারের নিকট অর্পিত হইবে কিংবা তিনি আদেশ করিলে সালিসীতে অর্পণ করা যাইবে, এইরূপ বিধান এবং কোন বা কোন কোন সালীস যে প্রকারে নিযুক্ত করা যাইবে তাহার এবং রেজিষ্ট্রারের কিংবা

ঐরূপ সালিস কি সালিসগণের সম্মুখে যে কার্য্য-প্রণালী অনুসৃত হইবে সেই কার্য্যপ্রণালীর এবং রেজিষ্ট্রারের নিষ্পত্তি কিংবা সালিসগণের মীমাংসা যেরূপে প্রবল করা যাইবে তাহার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে ;

(ড) সভ্যগণ ছাড়িয়া যাওয়ার ও তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করার এবং যাঁহারা ছাড়িয়া যান বা বিতাড়িত হন সেই সভ্যদিগকে যে টাকা দেওয়া যাইবে তাহার এবং ভূতপূর্ব্ব সভ্যগণের দায়িত্বের বিধান করা যাইতে পারিবে ;

(ঢ) কোন মৃত সভ্যের স্বার্থের মূল্য যে প্রণালী অনুসারে নির্ণীত হইবে তাহার, এবং যে ব্যক্তির প্রতি ঐ স্বার্থ প্রদত্ত বা হস্তান্তরিত হইতে পারিবে তাহাকে মনোনীতকরণের, বিধান করা যাইতে পারিবে ;

(ণ) ঋণপ্রার্থী সভ্যগণের যে যে টাকা দিতে হইবে এবং যে যে নিয়ম পালন করিতে হইবে ও যতকালের নিমিত্ত ঋণ দেওয়া যাইতে পারিবে ও কোন একজন সভ্যকে যত টাকা ঋণ দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে ;

(ত) রিজার্ভ ফণ্ডসমূহ স্থাপন ও রক্ষা করিবার ও যে উদ্দেশে ঐরূপ ফণ্ডের প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে এবং সমিতির কর্ত্তৃত্বাধীনে কোন তহবিল খাটান যাইবে তাহার বিধান করা যাইতে পারিবে ;

(থ) কোন সমিতি তাহার সভ্যসংখ্যা কতদূর সীমাবদ্ধ করিতে পারিবেন, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে ;

(দ) কোন অসীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট সমিতির সভ্যগণের মধ্যে যে সকল সর্ত্তাধীনে লভ্য বণ্টন করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে এবং সমিতিসমূহ কর্ত্তৃক সর্ব্বাপেক্ষা যে উচ্চ হারে ডিভিডেণ্ড দেওয়া যাইতে পারিবে তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে ;

(ধ) কোন সমিতি তাহার সভ্যগণের সংখ্যা যে সীমা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবেন তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে ;

(ন) ৩৯ ধারার বিধান মান্য করত কোন্ কোন্ স্থলে রেজিষ্ট্রারের আজ্ঞার বিরুদ্ধ আপীল হইতে পারিবে তাহা অবধারিত করা এবং ঐরূপ আপীল উপস্থিত ও উহার নিষ্পত্তিকরণ পক্ষে যে কার্য্যপ্রণালী অনুসৃত হইবে তাহার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে ; এবং

(প) ৪২ ধারামতে নিযুক্ত ঋণশোধক কর্ত্তৃক যে কার্য্যপ্রণালী অনুসৃত হইবে এবং যে সকল স্থলে ঐ ঋণশোধকের আজ্ঞার উপর আপীল চলিবে তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে ।

(৩) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, তাঁহারা কোন সর্ত্ত উপযুক্ত বোধকরিলে তদধীনে, ক্ষমতা অর্পণ করিবার আজ্ঞাপত্রে নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষকে এই ধারামতে বিধি প্রণয়ন করিবার সমস্ত বা কোন একটী ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন ।

(৪) এই ধারা দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিবার যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল তাহা এই নিয়মের অধীন হইবে যে, ঐ বিধি অগ্রে প্রকাশিত করিয়া পরে প্রণীত হইবে ।

(৫) এই ধারানুসারে প্রণীত সমস্ত বিধি স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশিত করিতে ইহবে এবং তদ্রূপে প্রকাশিত হইলে পর এই আইনে বিধিবদ্ধ হইবার ন্যায় ফলবৎ হইবে ।

বিবিধ ।

গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য টাকা আদায় ।

৪৪ ধারা । (১) ৩৭ ধারামতে যে কোন খরচ গবর্ণমেণ্টকে দেয় বলিয়া মীমাংসা করা হয় তৎসমেত রেজিষ্টারী করা কোন সমিতি কিংবা রেজিষ্টারী করা কোন সমিতির কর্ম্মচারী বা সভ্য বা ভূতপূর্ব্ব সভ্যস্বরূপ কোন ব্যক্তির নিকট গবর্ণমেণ্টের যত টাকা প্রাপ্য হয় সেই সমস্ত টাকা ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে ।

(২) রেজিষ্টারী করা কোন সমিতির নিকট গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য যে টাকা (১) প্রকরণমতে আদায় করা যাইতে পারে তাহা, প্রথমতঃ সমিতির সম্পত্তি হইতে, দ্বিতীয়তঃ, যে সমিতির সভ্যগণের দায়িত্বের সীমা আছে তাহার বেলা সভ্যদের দায়িত্বের সেই সীমার অধীনে তাঁহাদের নিকট হইতে, এবং তৃতীয়তঃ, অন্যান্য সমিতির বেলা, সভ্যগণের নিকট হইতে আদায় করা যাইতে পারিবে ।

রেজিষ্টারীকরণ-সম্বন্ধীয় সর্ত্তসমূহ হইতে সমিতিসমূহকে মুক্ত করিবার ক্ষমতা ।

৪৫ ধারা । এই আইনের কোন কথা সত্ত্বেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক স্থলে বিশেষ আজ্ঞাক্রমে, এবং যে যে নিয়ম ধার্য্য করেন সেই সেই নিয়ম অধীনে কোন সমিতিকে রেজিষ্টারীকরণসম্বন্ধীয় এই আইনের আবশ্যক বিধান হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন ।

এই আইনের বিধান-সমূহ হইতে রেজিষ্টারী করা সমিতিসমূহকে মুক্ত করিবার ক্ষমতা।

৪৬ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ কিংবা বিশেষ আজ্ঞাক্রমে কোন রেজিষ্টারী করা সমিতিকে এই আইনের যে কোন বিধান হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা এই আদেশ করিতে পারিবেন যে আজ্ঞাপত্রে যে সকল পরিবর্ত্তন নির্দ্দিষ্ট হয় তৎসহ ঐ সকল বিধান ঐ সকল সমিতির প্রতি বর্ত্তিবে।

"সমবায়কারী" শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে নিষেধ।

৪৭ ধারা। (১) কোন রেজিষ্টারী করা সমিতি ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী ব্যতীত "সমবায়কারী" শব্দ যাহার অংশভূত এমন কোন নাম বা আখ্যায় বাণিজ্য করিবেন না কিংবা ব্যবসা চালাইবেন না।

কিন্তু, এই আইন যে তারিখে আমলে আইসে সেই তারিখে কোন ব্যক্তি যে নাম বা আখ্যাধীনে বাণিজ্য করিতে কিংবা ব্যবসা চালাইতে ছিলেন সেই ব্যক্তি কিংবা তাঁহার স্বার্থের উত্তরাধিকারী কর্ত্তৃক সেই নাম কিংবা আখ্যার ব্যবহার সম্বন্ধে এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না।

(২) যে কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান উল্লঙ্ঘন করেন তাঁহার পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে এবং অপরাধ চলিতে থাকার স্থলে অপরাধ প্রমাণিত হইবার পর অপরাধ চলিতে থাকিবার প্রত্যেক দিনের নিমিত্ত আরও পাঁচ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হইতে থাকিবে।

ভারতবর্ষীয় কোম্পানীবিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন বর্ত্তিবে না।

৪৮ ধারা। ভারতবর্ষীয় কোম্পানীবিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের বিধানসমূহ রেজিষ্টারী করা সমিতিসমূহের প্রতি বর্ত্তিবে না। ১৮৮২ সালের ৬ আইন।

বর্ত্তমান সমিতি-সমূহের রক্ষাকরণ।

৪৯ ধারা। পরস্পরের সহযোগিতায় ঋণদানসম্বন্ধীয় সমিতি-বিষয়ক ১৯০৪ সালের আইনমতে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে এমন বর্ত্তমান প্রত্যেক সমিত এই আইনমতে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উহার উপবিধিগুলি এই আইনের স্পষ্ট বিধান সমূহের সহিত যতদূর অসঙ্গত না হয় ততদূর পরিবর্ত্তিত বা রহিত করা না হওয়া পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। ১৯০৪ সালের ১০ আইন।

রাহিত্য।

৫০ ধারা। ১৯১৪ সালের ১৭ আইনের দ্বিতীয় তপসীল এতদ্দারা রহিত করা হইয়াছে।

ABINAS CHANDRA MAJUMDAR, M.A., B.L.,
Bengali Translator to Government.

কো-অপারেটিভ সমিতিসমূহের ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২ আইনানুসারে প্রণীত বিধিগুলির বঙ্গানুবাদ।

বিজ্ঞাপন।

৯৫৬৪ কৃষি নং।—৮ই নবেম্বর ১৯২০। সম্ভূয়কারী সমিতিবিষয়ক ১৯১২ খৃষ্টাব্দের (১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২) আইনের ৪৩ ধারা অনুসারে ক্ষমতার পরিচালন পূর্ব্বক এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখের ১০৭৯ টি—আর নং বিজ্ঞাপন অনুসারে প্রকাশিত নিয়মাবলী ছাড়া* এতৎসম্বন্ধীয় সমস্ত পূর্ব্ববর্ত্তী নিয়মগুলি রহিত করত, সকাউন্সিল শ্রীযুক্ত গভর্ণর বাহাদুর বঙ্গদেশের ফোর্ট উইলিয়ম প্রেসিডেন্সীতে উক্ত আইনের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করণার্থ নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রণয়ন করিলেন।

এম সি ম্যাক্‌আলপিন্

বঙ্গদেশের গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

১। এই নিয়মাবলীতে— অর্থনির্দ্দেশ।

(ক) "আইন" বলিতে সম্ভূয়কারী সমিতিবিষয়ক ১৯১২ খৃষ্টাব্দের আইন বুঝাইবে;

(খ) "নিয়মাবলী" বলিতে এই আইনমতে প্রণীত এবং উপস্থিত সময়ে প্রচলিত নিয়মাবলী বুঝাইবে;

(গ) "রেজিষ্ট্রার" বলিতে কোন প্রদেশের রেজিষ্ট্রারকে সাহায্য করিবার জন্য আইনের ৩ ধারামতে নিযুক্ত যে ব্যক্তির উপর আইনানুযায়ী রেজিষ্ট্রারের সমস্ত কিংবা কোন ক্ষমত প্রদত্ত হইয়াছে এমন যে কোন ব্যক্তিকেও বুঝাইবে;

(ঘ) "সমিতি" বলিতে আইনের ২ ধারায় বর্ণিতমত কোন রেজিষ্টারী করা সমিতি বুঝাইবে;†

(ঙ) "সেণ্ট্রাল সমিতি" বলিতে আপনার সভ্যশ্রেণীভুক্ত অপরাপর রেজিষ্টারী করা সমিতিগুলির উপর কর্ত্তৃত্ব করা ও তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করা যে রেজিষ্টারী করা সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য সেই রেজিষ্টারী করা সমিতিকে বুঝাইবে; রেজিষ্ট্রার আপন বিবেচনামত, যে কোন রেজিষ্টারী করা সমিতিকে সেণ্ট্রাল

* ২৬শে জুলাই, ১৯২২, তারিখের ৬৯৩৭ কো-অপ নং শুদ্ধিপত্র অনুসারে সন্নিবিষ্ট।

† ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই নবেম্বর তারিখের ৪৬২০ কো-অপ নং বিজ্ঞাপন অনুসারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সমিতির শ্রেণীভুক্ত করেন এবং যাহা আপন সভ্যশ্রেণীভুক্ত অপরাপর রেজিষ্টারী করা সমিতিকে অর্থ সাহায্য করে, কিন্তু তাহাদের উপর আর কোন কর্তৃত্ব পরিচালনা করে না, সেই সমিতিও সেণ্ট্রাল সমিতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।*

সম্ভূয়কারী সমিতি-সমূহের রেজিষ্ট্রারের আফিসে যে সকল সরকারী দলিল ফাইল করা হয় তাহা পরিদর্শন করিবার জন্য ফী প্রদান।

২। (১) যে কোন ব্যক্তি, প্রত্যেকবার পরিদর্শনের জন্য ১৲ টাকা ফি প্রদান করিলে, রেজিষ্ট্রারের অনুমতি লইয়া, কোন বৈধ উদ্দেশ্যের জন্য, সম্ভূয়কারী সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রারের আফিসে ফাইল করা (ভারতবর্ষীর সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ১২৩, ১২৪, ১২৯ ও ১৩১ ধারানুযায়ী বিশেষাধিকার সম্পন্ন দলিলসমূহ ছাড়া) যে কোন সরকারী দলিল এবং বিশেষতঃ নিম্নলিখিত দলিলগুলি পরিদর্শন করিতে পারিবেন, যথা—

(ক) রেজিষ্টারিকরণের রেজিষ্টার ;

(খ) কোন সমিতির রেজিষ্টারিকরণের সার্টিফিকেট ;

(গ) কোন সমিতির রেজিষ্টারি করা বাই-ল এবং ঐ সকল বাই-লতে যে সকল সংশোধন করা হইয়াছে তাহা ;

(ঘ) ঐরূপ কোন সমিতির রেজিষ্টারীকরণ রহিতকরনার্থ কোন আজ্ঞা;

(ঙ) ঐরূপ কোন সমিতি গুটাইয়া ফেলিবার আদেশকরণার্থ আজ্ঞা ;

(চ) কোন সমিতির বাৎসরিক হিসাবপত্র ;

দলিলের সহিমোহরের নকলের জন্য খরচা দিতে হইবে।

(২) পূর্ববর্ত্তী উপবিধি অনুসারে কোন ব্যক্তির যে দলিল পরিদর্শন করিবার অধিকার আছে, রেজিষ্টারীকরণের সর্টিফিকেটের বেলা ৩৲ টাকা এবং অপরাপর দলিলের বেলা নকল বা উদ্ধৃতাংশের প্রত্যেক এক শত শব্দের জন্য তিন আনা হারে হিসাব করা টাকা দিলে, ঐ ব্যক্তিকে ঐ দলিলের সহিমোহরের নকল দেওয়া যাইবে।

সীমাবদ্ধ দায়িত্ব এবং শেয়ার মূলধনবিশিষ্ট সমিতির সভ্যের স্বার্থের সঙ্কোচ।

৩। যেস্থলে সেয়ার দ্বারা কোন সমিতির সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হয় সেস্থলে কোন রেজিষ্টারী করা সমিতি ভিন্ন অপর কোন সভ্য ঐ সমিতির শেয়ার মূলধনের এক-পঞ্চমাংশের অধিক লইতে পারিবেন না।

রেজিষ্টারীকরণের জন্য দরখাস্ত।

৪। (১) কোন সমিতির রেজিষ্টারীকরণের প্রত্যেক দরখাস্ত, এই নিয়মাবলী সংলগ্ন তফসীলের লিখিত ফারমে, রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং উহা দরখাস্তকারিগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

(২) সমিতি যে সকল বাই-ল অবলম্বন করিবার প্রস্তাব করেন দরখাস্তকারিগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত তাহার তিন কেতা নকল ঐরূপ প্রত্যেক দরখাস্তের সহিত দাখিল করিতে হইবে। ঐ বাই-লগুলি অনুমোদিত ও রেজিষ্টারী করা হইলে ঐ তিন কেতা নকল রেজিষ্ট্রারের সরকারী শীলমোহর দ্বারা মোহরাঙ্কিত করিতে হইবে। তাহার পর ঐ তিন কেতার এক কেতা রেজিষ্ট্রারের আফিসে রাখিতে হইবে, এক কেতা সমিতিকে ফেরত দেওয়া হইবে এবং তৃতীয় কেতা

* ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই নবেম্বর তারিখের ৪৬২০ কো-অপ নং বিজ্ঞাপন অনুসারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সমিতি কোন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত করা থাকিলে, সেই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে পাঠাইতে হইবে অথবা ঐ সমিতিকে ভবিষ্যতে যে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত করা হইতে পারে সেই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে প্রদত্ত হইবার জন্য রেজিষ্ট্রারের আফিসে রাখিয়া দিতে হইবে।

(৩) যেস্থলে দরখাস্তকারীদিগের একজন রেজিষ্টারী করা সমিতি হন সেস্থলে, এই নিয়মানুসারে রেজিষ্টারিকরনার্থ দরখাস্ত এবং তৎসহ দাখিল করা বাই-লসমূহের নকলগুলি, ঐ সমিতির স্বপক্ষে দলিলাদি স্বাক্ষর করিবার জন্য উহার বাই-লসমূহ দ্বারা যে পদধারী ব্যক্তি ক্ষমতাপন্ন হন তৎকর্ত্তৃক ঐ সমিতির স্বপক্ষে স্বাক্ষরিত হইবে

দরখাস্ত পাইবার পর রেজিষ্টারীকরণের কার্য্য-প্রণালী।

৫। (১) রেজিষ্ট্রার কোন সমিতি রেজিষ্টারী করিবার দরখাস্ত পাইলে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাঁহার প্রতীতির জন্য, ঐ দরখাস্ত এবং তৎসহ দাখিল করা বাই-লসমূহ পরীক্ষা করিবেন*:—

(ক) ঐ দরখাস্ত ও বাই-লগুলি আইন এবং নিয়মাবলীর অনুযায়ী কি না ;

(খ) কার্য্য সুনিশ্চিতভাবে নির্ব্বিঘ্নে পরচালিত হইবার পক্ষে এবং আইনের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে বাই-লগুলি উপযোগী কি না ; এবং

(গ) প্রস্তাবিত সমিতিটি আইন ও নিয়মাবলীর বিধানগুলি পালন করিয়াছে কি না ;

এবং ঐ দরখাস্ত কিংবা বাই-লগুলিকে আইন ও নিয়মাবলীর অনুযায়ী করিবার জন্য তাহাতে যে কোন পরিবর্ত্তন করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(২) (১) উপবিধির (ক), (খ) ও (গ) দফায় লিখিত সকল বিষয় সম্বন্ধে রেজিষ্ট্রারের প্রতীতি না হইলে তিনি ঐ সমিতি রেজিষ্টারী করিতে অস্বীকার করিবেন। কিন্তু ঐরূপে তাঁহার প্রতীতি হইলে, তিনি, যদি উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে ঐ সমিতি এবং উহার বাই-লগুলি রেজিষ্টারী করিবেন এবং ঐ সমিতিকে রেজিষ্টারীকরণের সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

(৩) সমিতি রেজিষ্টারী করিতে রেজিষ্টারের অস্বীকার করিবার প্রত্যেক স্থলে, তিনি তাঁহার অস্বীকার করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং দরখাস্ত-কারীগণকে তাঁহার সিদ্ধান্তের কথা জানাইবেন।

বাই-ল প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা।

৬। (১) কোন সমিতি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বাই-ল প্রস্তুত করিবেন, যথা—

(ক) ঐ সমিতির নাম এবং রেজিষ্টারী করা ঠিকানা ;

(খ) উহার কার্য্যের ক্ষেত্র ;

* ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখের ৪০২৯ কো-অপ নং বিজ্ঞাপন অনুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী ৪ (৪) নং নিয়ম উঠিয়া গেল এবং ৫ (১) নিয়ম সংশোধিত হইল।

(গ) যে সকল উদ্দেশ্যের জন্য ঐ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং যে সকল প্রয়োজনার্থে উহার টাকা খরচ করা যাইতে পারিবে ;

(ঘ) সভ্য হইতে হইলে যে সকল যোগ্যতার আবশ্যক এবং সভ্য গ্রহণের সর্ত্ত ;

(ঙ) সভ্যপদের অধিকার এবং দায়িত্ব ;

(চ) যে প্রণালীতে মূলধন তুলিতে পারা যাইবে ;

(ছ) ধার দেওয়া টাকার উপর যে হারে সুদ ধরা হইবে ;

(জ) ঐ সমিতির কমিটি এবং কর্ম্মচারীগণকে নিযুক্ত করিবার ও অপসারিত করিবার প্রণালী এবং ঐরূপ কমিটির কর্ত্তব্য ও ক্ষমতাসমূহ ;

(ঝ) সভা আহ্বান ও পরিচালিত করিবার প্রণালী এবং ভোট দিবার অধিকার ;

(ঞ) সাধারণতঃ সমিতির কার্য্য পরিচালন ; এবং

(ট) লাভের বিলি ব্যবস্থা।

(২) উপরের লিখিত বিষয়গুলি ছাড়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সমেত সমিতির কার্য্য পরিচালনের আনুসঙ্গিক অপর কোন বিষয় সম্বন্ধেও সমিতি বাই-ল প্রস্তুত করিতে পারিবেন—

(ক) সভ্যগণের উপর অর্থদণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ দণ্ড করা এবং সভ্যগণের নিকট হইতে সমিতির যে কোন টাকা পাওনা হয় তাহা না দেওয়ার ফল ; এবং

(খ) সমিতির স্বপক্ষে দলিলাদি স্বাক্ষর করিবার জন্য কোন কর্ম্মচারী বা কর্ম্মচারীগণকে ক্ষমতা প্রদান।

বাই-লসমূহের সংশোধন।

৭। (১) কোন সমিতি এবং উহার বাই-লসমূহ রেজিষ্টারী করা হইবার পর ঐ সমিতি কোন বাই-ল পরিবর্ত্তন কিংবা প্রত্যাহার করিয়া অথবা কোন নূতন বাই-ল প্রস্তুত করিয়া উহার বাই-লসমূহ সংশোধিত করিতে পারিবেন, কেবল ঐ সমিতির কোন সাধারণ অধিবেশনে পরিগৃহীত কোন মন্তব্য অনুসারেই ঐরূপ প্রত্যেক সংশোধন করা যাইত পারিবে।

কিন্তু—

(ক) সংশোধন করিবার কোন প্রস্তাবের যথাযথ সংবাদ ঐ বাই-লসমূহ অনুসারে দওয়া চাই ;

(খ) ঐ সাধারণ অধিবশনে উপস্থিত সভ্যগণের অন্যূন তিনভাগের দুই-ভাগ সভ্য কর্ত্তৃক এবং সভ্যগণের মোট সংখ্যার অন্যূন অর্দ্ধেক সংখ্যক সভ্য কর্ত্তৃক ঐ মন্তব্য গৃহীত হওয়া চাই ; এবং

(গ) রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক ঐ সংশোধনটীর অনুমোদন ও রেজিষ্টারী হওয়া চাই।

অপিচ, যদি রেজিষ্ট্রারের প্রতীতি হয়, প্রতীতির কারণ তাঁহাকে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, যে—

(।০) কোন সাধারণ অধিবেশনে মোট সভ্যগণের অর্দ্ধেক সংখ্যক সভ্যকে উপস্থিত করা ঐ সমিতির পক্ষে অসম্ভব ;

(।০) ঐ প্রস্তাবিত সংশোধনটী গৃহীত হইলে তাহা ঐ সমিতির মঙ্গলজনক হইবে ; এবং

(।০) ঐ সংশোধনটীর সাধারণতঃ সভ্যগণের অনুমোদন লাভ করিবার সম্ভাবনা।

তাহা হইলে তিনি, বিশেষ বিশেষ স্থলে, যে সাধারণ অধিবেশনে (খ) নিয়ম বিধির আদিষ্টসংখ্যক সভ্য উপস্থিত ছিলেন না সেই অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণের তিনভাগের দুইভাগ সভ্য কর্ত্তৃক গৃহীত কোন সংশোধন মঞ্জুর ও রেজিষ্টারী করিতে পারিবেন।

(২) কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির বাই-লগুলি সংশোধিত হইবার প্রত্যেক স্থলে, ঐ নূতন কিংবা পরিবর্ত্তিত বাই-ল রেজিষ্টারী করিবার জন্য কিংবা কোন বর্ত্তমান বাই-ল প্রত্যাহার করিবার জন্য সেক্রেটারী এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সভার তিন জন সভ্যের স্বাক্ষরিত এক দরখাস্ত রেজিষ্টারের নিকট অর্পণ করিতে হইবে। ঐ দরখাস্তে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি লিখিত থাকিবে, যথা:—

(ক) যে সাধারণ অধিবেশনে ঐ সংশোধন গৃহীত হইয়াছিল সেই অধিবেশনের তারিখ ;

(খ) ঐ অধিবেশনের উপস্থিত সভ্যগণের সংখ্যা ;

(গ) যে সকল সভ্য ঐ সংশোধনের সমর্থনে ভোট দিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সংখ্যা ; এবং

(ঘ) ঐ সাধারণ অধিবেশনের তারিখে ঐ সমিতির রেজিষ্টারী বহিতে যে সভ্যগণের নাম থাকে তাঁহাদের সংখ্যা।

ঐ দরখাস্তের সহিত ঐ নূতন কিংবা পরিবর্ত্তিত বাই-লটীর অথবা কোন বাই-ল প্রত্যাহার হইবার বেলা যে মন্তব্য দ্বারা ঐ প্রত্যাহার অনুমোদিত হইয়াছে সেই মন্তব্যের তিন কেতা নকল অর্পণ করিতে হইবে।

(৩) যদি রেজিষ্ট্রার বিবেচনা করেন যে ঐ নূতন কিংবা পরিবর্ত্তিত বাই-লটী অথবা উহার প্রত্যাহার এবং উহা অবলম্বিত হওয়ার প্রণালী আইন এবং নিয়মাবলীর বিরুদ্ধ হয় নাই তাহা হইলে তিনি—

(।০) কোন নূতন বা পরিবর্ত্তিত বাই-লর বেলা, উহা রেজিষ্টারী করিবেন ও একখানি নকল তাঁহার আফিসে রাখিবেন, রেজিষ্টারী-করণের সার্টিফিকেটসহ আর এক খানি নকল ঐ সমিতিকে ফেরত দিবেন এবং ঐ সমিতি কোন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের

অন্তর্ভুক্ত করা থাকিলে সেই সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে তৃতীয় নকলখানি পাঠাইয়া দিবেন এবং ঐ সমিতি কোন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত করা না হইলে ঐ সমিতি ঐরূপে অন্তর্ভুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ তৃতীয় নকলখানি রাখিয়া দিবেন ; এবং

(৴০) কোন প্রত্যাহার করা বাই-লর বেলা, ঐ প্রত্যাহারের অনুমোদনকারী মন্তব্যের এক কেতা নকল রাখিয়া দিবেন, অনুমোদনের সার্টিফিকেটসহ আর এক কেতা নকল সমিতিকে ফেরত দিবেন এবং ঐ সমিতি কোন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত করা থাকিলে ঐ সেন্ট্রাল বাঙ্কে তৃতীয় নকলখানি পাঠাইয়া দিবেন এবং ঐরূপ অন্তর্ভুক্ত করা না হইলে ঐ সমিতি ঐরূপে অন্তর্ভুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ তৃতীয় নকলখানি রাখিয়া দিবেন।

অসীমাবদ্ধ দায়িত্ব-বিশিষ্ট সমিতির সভ্য-পদের সঙ্কোচ।

৮। অসীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট কোন সমিতির সভ্য আছেন এমন কোন ব্যক্তি এবং দুই বৎসরের মধ্যে অসীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট কোন সমিতির সভ্যপদে আর নাই এমন কোন ব্যক্তি, রেজিষ্ট্রারের বিশেষ অনুমতি না লইয়া, অসীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট অপর কোন সমিতির সভ্য হইবার যোগ্য হইবেন না।

জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানি সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন না।

৯। কোন জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানি, রেজিষ্ট্রারের অনুমতি না লইয়া, কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন না।

ঋণ গ্রহণ।

১০। (১) কোন রেজিষ্টারী করা সমিতি, সভ্যগণের নিকট হইতেই হউক কিংবা সভ্য নহেন এমন ব্যক্তিদিগের নিকট হইতেই হউক, আইনানুসারে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন ; এবং সমস্ত ঋণ গ্রহণ বাই-লসমূহ দ্বারা নিয়মিত হইবে।

কিন্তু, ঐরূপ কোন সমিতির ডিবেঞ্চর বাহির করিতে হইলে রেজিষ্ট্রার যে সকল নিয়ম নির্দ্দেশ করেন উহা তদধীনে করিতে হইবে।

(২) কোন রেজিষ্টারী করা সমিতি ঊর্দ্ধসংখ্যা যত টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন তাহা প্রতিবৎসর ঐ সমিতির একটি সাধারণ অধিবেশনে নির্ণীত হইবে ; কিন্তু বৎসরের মধ্যে পরবর্ত্তী কোন সাধারণ অধিবেশনে উহা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে। ঊর্দ্ধসংখ্যা যত টাকা ঐরূপে নির্ণীত হয় এবং উপস্থিত সময়ে বলবৎ থাকে, কোন রেজিষ্টারী করা সমিতি তাহার অধিক ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

কিন্তু, রেজিষ্ট্রার কোন সাধারণ অধিবেশনে নির্ণীত সীমা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন এবং তিনি ঐরূপ করিলে তিনি যে সীমা নির্দ্দিষ্ট করেন তাহা অতিক্রম করা যাইবে না।

(৩) সীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট কোন সমিতি, আমানতের টাকা গ্রহণ করিয়া ঋণ গ্রহণ করিয়া কিংবা অন্য রকমে উপস্থিত সময়ে পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের এবং সংরক্ষিত তহবীলের যত টাকা স্বতন্ত্রভাবে ঐ সমিতির বাহিরে খাটান হইয়াছে সেই টাকার দশগুণের অধিক দেনা করিতে পারিবেন না।

(৪) যে উর্দ্ধসংখ্যা কোন সমিতির সাধারণ অধিবেশনে সময়ে সময়ে নির্দ্দিষ্ট এবং রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইবে, ঐ সমিতি, সভ্য নহেন এমন ব্যক্তি বা সমিতিসমূহের নিকট হইতে সেই উর্দ্ধসংখ্যার অধিক ঋণ লইতে পারিবেন না।

বিশেষ সাধারণ অধিবেশন।

১১। সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করিবার প্রণালী এবং ঐরূপ অধিবেশনের উদ্দেশ্য, কাল ও স্থান সম্বন্ধে কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির বাই-ল-সমূহে যাহা কিছু আছে তাহা সত্ত্বেও রেজিষ্ট্রার কিংবা এতৎপক্ষে তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি—

(ক) তিনি যে প্রণালী এবং যে কালের ও স্থানের আদেশ করেন সেই প্রণালীতে, কালে, ও স্থানে ঐ সমিতির একটি বিশেষ সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন; এবং

(খ) ঐ অধিবেশনে কি কি বিষয়ের আলোচনা হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

ঐ সমিতির বাই-ল অনুসারে আহূত অধিবেশনের সমস্ত ক্ষমতা ঐ অধিবেশনে থাকিবে।

সমিতির দেনা-পাওনার সংক্ষিপ্ত হিসাবপত্র সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত করিতে হইবে।

১২। প্রত্যেক রেজিষ্টারী করা সমিতির দেনাপাওনার সংক্ষিপ্ত হিসাবপত্র বৎসরে একবার করিয়া ঐ সমিতির কোন সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত করিতে হইবে।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যপদ।

১৩। (১) প্রত্যেক রেজিষ্টারী করা সমিতিতে, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ, ঐ সমিতি যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, কোন সাধারণ অধিবেশনে মনোনয়ন এবং প্রকাশ্য ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন।

কিন্তু, রেজিষ্ট্রারের সম্মতি ব্যতিরেকে, কোন সভ্য উপরি উপরি তিন বৎসরের অধিক কাল সভ্যপদে থাকিতে পারিবেন না, অথবা, দুই বৎসর বা তদধিক কালের জন্য সভ্যপদে থাকিবার পর, শেষ যে তারিখে তাঁহার সভ্যপদ যায় সেই তারিখ হইতে দুই বৎসরের কম সময়ের মধ্যে তিনি পুনর্ব্বার সভ্যপদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। *

(২) কোন রেজিষ্টারী করা সমিতিতে, ২১ বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি কিংবা সমিতি হইতে বেতন পান এমন কোন ব্যক্তি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন না, ঐ সমিতি যে নামেই অভিহিত হউক না কেন।

কিন্তু, কেবলমাত্র শিল্পী কিংবা কারিকর লইয়া গঠিত শ্রমশিল্পসমিতি-সমূহের বেলা, ঐ সমিতি হইতে বেতন পাইয়া থাকেন এমন কোন সভ্য রেজিষ্ট্রারের অনুমোদনসহ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন।

---

*২৯শে অক্টোবর, ১৯২১, তারিখের ১৯৮ টি—এ, আই, নং বিজ্ঞাপন অনুসারে সন্নিবিষ্ট।

(৩) প্রত্যেক রেজিষ্টারী করা সমিতিতে, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি যে নামেই অভিহিত হউক না কেন তাহার কোন সভ্য আর সভ্যপদে থাকিতে পারিবেন না—

(ক) যদি তিনি বিকৃতমস্তিষ্ক হন, কিংবা

(খ) যদি তাঁহাকে দেউলিয়া বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়, কিংবা

(গ) হাজির জামিন লওয়া যায় না এরূপ কোন অপরাধের জন্য যদি তাঁহার বিরুদ্ধে আদালতের কোন দণ্ডাজ্ঞা হইয়া থাকে এবং পরে ঐ দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তিত বা রদ না করা হইয়া থাকে।

সমিতিতে বেতন-ভোগী কর্ম্মচারীর নিয়োগের নিয়ম।

১৪। যোগ্যতা এবং জামিন প্রদান সম্বন্ধে রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক যে সকল নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয়, কোন সমিতির বেতনভোগী কর্ম্মচারীর নিয়োগ সেই সকল নিয়মের অধীন হইবে।

লাইসেন্স পান নাই এমন বেতনভোগী কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক সমিতির পরিদর্শন নিষেধ।

১৫। কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির বেতনভোগী কোন কর্ম্মচারী, রেজিষ্টারী করা সমিতিসমূহ পরিদর্শন করিবার জন্য রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে লাইসেন্স না লইয়া ঐরূপ সমিতি পরিদর্শন করিবেন না।

যে সমস্ত বহি ও রেজিষ্টার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিকে রাখিতে হইবে।

১৬। রেজিষ্ট্রার যে সকল বহি ও রেজিষ্টারের নির্দ্দেশ করেন কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি সেই সকল বহি ও রেজিষ্টার রাখিবেন এবং বিশেষভাবে সভ্যগণের এক রেজিষ্টার বিশুদ্ধভাবে হাত নাগাদ করিয়া প্রস্তুত ও রক্ষা করিবেন।

হিসাব এবং বহি সংরক্ষণ করা এবং দেনাপাওনার সংক্ষিপ্ত হিসাবপত্র প্রকাশিত করা।

১৭। রেজিষ্ট্রার সময়ে সময়ে যে সকল হিসাব ও বহির নির্দ্দেশ করেন বা অনুমোদন করেন সমিতি সেই সকল হিসাব ও বহি রাখিবেন এবং রেজিষ্ট্রার সাধারণ বা বিশেষ আজ্ঞাক্রমে যে প্রণালীর নির্দ্দেশ করেন সমিতি সেই প্রণালীতে প্রতিবৎসর দেনাপাওনার সংক্ষিপ্ত হিসাবপত্র প্রকাশিত করিবেন।

অডিট ফী।

*১৮। (১) যে তারিখে অডিট ফী দেয় হয় তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী জুন মাসের শেষে সমিতির কার্য্য চালাইবার যে মূলধন থাকে তাহার উপর হিসাব করিয়া নির্ণীত নিম্নলিখিত হারে অডিট ফী প্রত্যেক সমিতিকে প্রত্যেক বৎসর ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে দিতে হইবে:—

(ক) প্রতি একশত টাকার উপর ৷৶০ আনা হারে। কিন্তু কোন সেণ্ট্রাল সমিতি ছাড়া অপর কোন সমিতির বেলা ঐ অডিট ফী ১৪০৲ টাকার বেশী হইবে না।

(খ) প্রতি একশত টাকার উপর ।/০ আনা হারে। কিন্তু কোন সেণ্ট্রাল সমিতির বেলা ঐ অডিট ফী ৩৫০৲ টাকার বেশী হইবে না।

*পূর্ব্ববর্ত্তী ১৮ নিয়মের পরিবর্ত্তে নূতন এই নিয়মটী ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই নম্বরের তারিখের ৪৬২০ কো-অপ্ নং বিজ্ঞাপনক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু, কোন সমিতি রেজিষ্টারী হইবার পর দেড় বৎসর অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সমিতি কোন অডিট ফী দিতে দায়ী হইবে না।

(২) রেজিষ্ট্রার সময়ে সময়ে যে প্রণালী স্থির করিয়া দেন অডিট ফী হিসাব করিবার প্রয়োজনার্থে কার্য্য চালাইবার মূলধন সেই প্রণালীতে নির্ণীত হইবে।

(৩) এই সকল নিয়ম অনুসারে কোন সমিতির দেয় অডিট ফী সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে রেজিষ্ট্রার, তাঁহার বিবেচনামত রেহাই করিতে পারিবেন।

(৪) বিশেষ বিশেষ স্থলে নির্দ্দিষ্ট ফীগুলি রেজিষ্ট্রারের বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ঐরূপ করিলে তাহার কারণ তাঁহাকে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৫) বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে সাধারণ বা বিশেষ আদেশক্রমে যে প্রণালীর আদেশ করেন সেই প্রণালীতে ঐ ফী আমানত করিতে হইবে।

(৬) বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে প্রণালীর আদেশ করেন ঐ সকল ফী হইতে সৃষ্ট ফণ্ড সেই প্রণালীতে পরিচালিত হইবে।

রিটার্ণ।

১৯। রেজিষ্ট্রার সময়ে সময়ে যে যে রিটার্ণের নির্দ্দেশ করেন সমিতি সেই সকল রিটার্ণ রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিবেন।

বহির লিখনের নকল সম্বন্ধে সার্টিফিকেট প্রদান।

২০। আইনের ২৬ ধারার প্রয়োজনার্থে, কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির কোন বহির কোন লিখনের নকলের তলদেশে একটি সার্টিফিকেট লিখিয়া ঐ নকলের সত্যতা প্রতিপাদন করা যাইতে পারিবে; ঐ সার্টিফিকেটে লেখা থাকিবে যে, ঐ নকল ঐ লিখনের অবিকল নকল, ঐরূপ লিখন ঐ সমিতির সাধারণ বহিসমূহের একখানি বহিতে লিপিবদ্ধ আছে এবং কার্য্য চালাইবার সাধারণ ও স্বাভাবিক রীতি অনুসারে উহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল এবং ঐ বহিখানি এখনও ঐ সমিতির হেফাজতে আছে। ঐ সার্টিফিকেটে ঐ সমিতির সেক্রেটারী অথবা রেজিষ্ট্রারের অনুমোদিত অপর কোন কর্ম্মচারী নাম স্বাক্ষর করিবেন ও তারিখ দিবেন।

সভ্যগণের ও শেয়ারগুলির রেজিষ্টারী।

২১। প্রত্যেক রেজিষ্টারী করা সমিতিতে সভ্যগণের রেজিষ্টারী এবং যেস্থলে সভ্যগণের দায়িত্ব শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় সেস্থলে শেয়ারগুলির এক রেজিষ্টারী প্রস্তুত করিতে ও হাত নাগাদ সংশোধন করিয়া রক্ষণ করিতে হইবে।

বিবাদ।

২২। (১) কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির কার্য্য সম্বন্ধে ঐ সমিতির সভ্যগণের মধ্যে কিংবা ভূতপূর্ব্ব সভ্যগণের মধ্যে অথবা কোন সভ্য বা ভূতপূর্ব্ব সভ্যের সূত্রে দাওয়াকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে অথবা কোন সভ্য বা ভূতপূর্ব্ব সভ্য বা ঐরূপে দাওয়াকারী ব্যক্তিগণ এবং ঐ কমিটি বা কোন কর্ম্মচারীর মধ্যে যে কোন বিবাদ উপস্থিত হয় তাহা রেজিষ্ট্রারের নিকট লিখিয়া অর্পণ করিতে হইবে।

(২) পূর্ব্ববর্ত্তী উপবিধি অনুসারে রেজিষ্ট্রারের নিকট কোন বিষয় অর্পণ করা হইলে, ঐ রেজিষ্ট্রার, তাঁহার বিবেচনামত, হয় নিজেই ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন অথবা এক সালীস নিযুক্ত করিবেন কিংবা ঐ বিষয় তিন জন সালীসের নিকট অর্পণ করিবেন; পক্ষগণের প্রত্যেকে উঁহাদের এক এক জনকে মনোনীত

করিবেন এবং তৃতীয় সালীস রেজিষ্ট্রারের মনোনীত ব্যক্তি হইবেন ও চেয়ারম্যান-স্বরূপ কার্য্য করিবেন। বিবাদ সম্বন্ধীয় কোন পক্ষ পনর দিনের মধ্যে সালীস মনোনীত না করিলে রেজিষ্ট্রার নিজেই ঐ মনোনয়ন করিবেন।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক ১৯০৮ সালের আইনমতে কোন দেওয়ানী আদালতের বেলা যে সকল উপায় ও প্রণালীর বিধান আছে, ঐরূপ কার্য্যানুষ্ঠানগুলিতে রেজিষ্ট্রারের, অথবা ঐ সালীস বা সালীসগণের, সেই সকল উপায় দ্বারা ও সেই প্রণালীতে ঐ বিবাদের বিষয় সম্বন্ধে শপথ করাইবার, ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইবার, সম্পর্কযুক্ত সকল পক্ষকে ও সাক্ষীদিগকে সমন করিবার ও তাহাদিগকে উপস্থিত হইতে বাধ্য করাইবার এবং সমস্ত বহি ও দলিলাদি উপস্থিত করিতে বাধ্য করাইবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৪) যে সকল পক্ষ ও সাক্ষী হাজীর হন রেজিষ্ট্রার অথবা ঐ সালীস বা ঐ সালীসগণ সে পক্ষ ও সাক্ষীদিগের সাক্ষ্যের একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ইংরাজীতে বা দেশীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ঐরূপে লিপিবদ্ধ করা সাক্ষ্যের উপর, ও উভয় পক্ষ যে দলিলঘটিত প্রমাণ দেন তাহা বিবেচনা করিবার পর ন্যায়, সদ্বিচার ও সুবিবেক অনুসারে স্থলবিশেষে নিষ্পত্তি বা মীমাংসা করিতে হইবে এবং উহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। হাজির হইবার জন্য যথাযথভাবে সমন করা কোন পক্ষ উপস্থিত না হইলে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার বিরুদ্ধে ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারিবে। যে সকল স্থলে তিন জন সালীস নিযুক্ত হন সেখানে অধিকজনের মত বাহাল হইবে।

(৫) কোন সালীস বা সালীসগণের মীমাংসা দ্বারা ক্ষুব্ধ হন এমন যে কোন পক্ষ মীমাংসার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে রেজিষ্ট্রারের নিকট অপীল করিতে পারিবেন। সালীসের নিকট অর্পণ না করিয়াই রেজিষ্ট্রার নিজেই (২) উপবিধি অনুসারে যে সকল বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন সেই সকল স্থলে, ঐ সমিতি যে বিভাগে অবস্থিত সেই বিভাগের কমিশনরের নিকট ঐ নিষ্পত্তির তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে আপীল করা যাইবে।

(৬) (৪) উপবিধিমত সালীসগণের কোন মীমাংসা বা কোন রেজিষ্ট্রারের কোন নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে এক মাসের মধ্যে আপীল না করা গেলে ঐ মীমাংসা বা নিষ্পত্তি এবং (৫) উপবিধিমত রেজিষ্ট্রারের কিংবা আপীলে কমিশনরের যে আজ্ঞা হয় তাহার সম্বন্ধে, ঐ বিবাদের পক্ষগণের মধ্যে, কোন দেওয়ানী বা রাজস্ব-আদালতের কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারা যাইবে না এবং উহা সর্ব্ব প্রকারের চূড়ান্ত ও অকাট্য হইবে।

(৭) যাহার স্থানীয় বিচারাধিকার আছে এমন কোন দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করা হইলে, (৬) উপবিধির উল্লিখিত নিষ্পত্তি ও মীমাংসা ঐ আদালতের ডিক্রি হইলে যে প্রণালীতে বাহাল করা যাইতে পারিত সেই প্রণালীতে বাহাল করা যাইতে পারিবে।

(৮) (২) হইতে (৫) পর্য্যন্ত উপবিধি অনুসারে যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান করা হয় তাহাতে কোন পক্ষ কোন উকিলের দ্বারা উপস্থিত হইতে পারিবেন না।

সভ্যের ছাড়িয়া যাওয়া, অপসারণ কিংবা বিতাড়ন।

২৩। (১) কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির কোন সভ্য যদি ঐ সমিতির নিকট ঋণী না থাকেন কিংবা কোন অপরিশোধিত ঋণের জামিন না হন, তাহা হইলে তিনি সেক্রেটারীকে এক মাসের লিখিত নোটীশ দিবার পর ঐ সমিতি হইতে ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন।

(২) বাই-লসমূহে যে সকল কারণ ও প্রণালীর নির্দ্দেশ থাকে কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির কোন সভ্যকে কেবল সেই সকল কারণে ও সেই প্রণালী অনুসারে অপসারিত বা বিতাড়িত করা যাইতে পারিবে।

(৩) ঐ সমিতি হইতে যে সভ্য ছাড়িয়া যান, অথবা অপসারিত বা বিতাড়িত হন তিনি বা তাঁহার স্বার্থসংশ্লিষ্ট পূর্ব্বাধিকারী কোন শেয়ার বা শেয়ার-সমূহ কিনিবার জন্য যে টাকা দিয়াছিলেন, আইনের ২৩ ধারার নিৰ্দ্দিষ্ট কালের পর, বিনা সুদে তিনি সেই টাকা ফেরত পাইতে অধিকারী হইবেন।

(৪) বাই-লমত সভ্যের যোগ্যতা কোন সভ্যের আর না থাকিলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি সেই সভ্যকে অপসারিত করিতে পারিবেন।

মৃত সভ্যের মনোনীত ব্যক্তি।

২৪। (১) রেজিষ্টারী করা সমিতির কোন সভ্য, ঐ সমিতির রেজিষ্টারী করা আফিসে অর্পিত বা প্রেরিত তাঁহার স্বহস্তে লিখিত লিখন দ্বারা কিংবা যথাবিধিকৃত উক্তি দ্বারা, এমন কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবেন যাঁহাকে বা যাঁহার নামে আইনের ২২ ধারায় লিখিত শেয়ার বা সুদ অথবা ঐ শেয়ার বা সুদের টাকা এবং অপর সমস্ত টাকা, ঐ সভ্যের মৃত্যুর পর, উক্ত ধারার বিধানমতে প্রদান কিংবা হস্তান্তরিত করা যাইতে পারিবে।

কিন্তু—

(ক) ঐ সভ্য ঐরূপে অর্পিত কিংবা প্রেরিত তাঁহার স্বহস্তে লিখিত লিখন দ্বারা অথবা ঐরূপে কৃত কোন উক্তি দ্বারা সময়ে সময়ে ঐ মনোনয়ন প্রত্যাহার বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন ; এবং

(খ) কোন সভ্যের শেয়ারের কিংবা সুদের মূল্য, ঐ শেয়ার বা সুদ অর্জ্জন করিবার জন্য ঐ সভ্য প্রকৃতপক্ষে যত টাকা দিয়াছিলেন তাহাই হইবে।

(২) ঐরূপে মনোনীত ব্যক্তি থাকিলে, প্রত্যেক রেজিষ্টারী করা সমিতি তাঁহাদিগের একখানি রেজিষ্টারী রাখিবেন।

(৩) কোন সভ্যের মনোনীত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ঐ সভ্য সমিতিকে ঐ মৃত্যুর কথা জানাইবেন।

(৪) কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কোন রেজিষ্টারী করা সমিতির মৃত সভ্যের মনোনীত ব্যক্তিকে যদি সভ্যের পদে ভর্ত্তি করেন তবেই তিনি ঐ সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন।

সভ্যগণকে ঋণদান।

২৫। (১) রেজিষ্টারী করা অসীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট কোন সমিতি নিজেই রেজিষ্টারী করা অপর যে সমিতির সভ্য হন, অগ্রে সেই অপর সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অনুমতি না লওয়া হইলে, প্রথমোক্ত সমিতির কোন সভ্যকে এমন কোন ঋণ দেওয়া যাইবে না যাহাতে ঐ সমিতির নিকট ঐ সভ্যের ঋণের পরিমাণ ২৫০৲ টাকার অধিক হইয়া উঠে।

(২) যেখানে শেয়ার দ্বারা সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকে এমন কোন রেজিষ্টারী করা সমিতিতে, একই সঙ্গে রেজিষ্ট্রারের নিকট ঋণ দেওয়ার সংবাদ না পাঠাইয়া, কোন সভ্যকে এমন ঋণ দেওয়া যাইবে না যাহাতে ঐ সমিতির নিকট ঐ সভ্যের ঋণের পরিমাণ ১,০০০৲ টাকার অধিক হইয়া উঠে।

(৩) যে রেজিষ্টারী করা সমিতির সভ্যগণের দায়িত্ব শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে সেই সমিতির কোন সভ্য কর্ত্তৃক শেয়ার মূলধনে যত টাকা প্রদত্ত হইয়াছে সেই সভ্যকে ঐ টাকার দশগুণের অধিক ঋণ দেওয়া যাইবে না।

(৪) রেজিষ্টারী করা কোন সমিতিতে ঋণের জন্য আবেদনকারী সভ্যকে লিখিয়া আবেদন করিতে হইবে এবং তিনি যে উদ্দেশ্যে ঋণ চান তাহা তাঁহার আবেদনপত্রে ব্যক্ত করিতে হইবে।

(৫) রেজিষ্টারী করা কোন সমিতি কর্ত্তৃক কোন সভ্যকে যে কালের জন্য ঋণ দেওয়া হইয়াছে, উপযুক্ত কারণ দর্শান এবং ঐ সভ্যের লিখিত আবেদন ও তাঁহার জামিনদারগণের সম্মতি ব্যতিরেকে সেই কাল বাড়াইয়া দেওয়া হইবে না।

সংরক্ষিত তহবীল।

২৬। (১) যে রেজিষ্টারী করা সমিতির সভ্যের দায়িত্ব শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় এরূপ প্রত্যেক সমিতিতে নিট লাভে অন্যূন সিকি ভাগ প্রতি বৎসর সংরক্ষিত তহবীলে (রিজার্ভ ফণ্ডে) রাখিতে হইবে।

(২) অসীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট এবং শেয়ার-শূন্য রেজিষ্টারী করা প্রত্যেক সমিতিতে প্রত্যেক বৎসর নিট লাভের সমস্ত সংরক্ষিত তহবীলে রাখিতে হইবে।

(৩) শেয়ারবিশিষ্ট ও অসীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট রেজিষ্টারী করা প্রত্যেক সমিতির সংরক্ষিত তহবীল, ঐ তহবীল ও শেয়ার মূলধন ছাড়া ঐ সমিতির মোট দায়িত্বের অর্দ্ধেকের সমান না হওয়া পর্য্যন্ত, ঐ সমিতির যে কোন বৎসর নিট লাভের অন্যূন অর্দ্ধেক ঐ তহবীলে রাখিতে হইবে। তাহার পর যে কোন বৎসর নিট লাভের অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত তহবীলে রাখিতে হইবে। কিন্তু যদি সংরক্ষিত তহবীল ও শেয়ার মূলধন ছাড়া অপর দায়িত্বসমূহের বৃদ্ধি দ্বারা সংরক্ষিত তহবীলের সহিত ঐরূপ দায়িত্বসমূহের অনুপাত অর্দ্ধেকের কম হইয়া পড়ে তাহা হইলে ঐ অনুপাত পূর্ব্ব অবস্থায় নীত না হওয়া পর্য্যন্ত নিট লাভের যে অংশ প্রতি বৎসর সংরক্ষিত তহবীলে রাখিতে হইবে তাহা বৃদ্ধি করিয়া অর্দ্ধেক করিতে হইবে।

(৪) রেজিষ্টারী করা প্রত্যেক সমিতির সংরক্ষিত তহবীল আইনের ৩২ ধারার (১) প্রকরণের (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) দফার উল্লিখিত এক বা একাধিক প্রণালীতে অথবা রেজিষ্ট্রারের অনুমোদিত অপর কোন উপায়ে খাটাইবার জন্য লাগাইতে বা আমানত করিতে হইবে।

২৬ক। রেজিষ্ট্রার সময়ে সময়ে ঋণের সহিত যে অনুপাত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন সেই অনুপাতে, এবং সহজে আদায় করা যাইতে পারে এইরূপ যে স্থিত তিনি অনুমোদন করেন সেই স্থিতে, প্রত্যেক রেজিষ্টারী করা সমিতিকে আপন ঋণ পরিশোধের জন্য একটি রিজার্ভ ফণ্ড রাখিতে হইবে।*

অসীমাবদ্ধ দায়িত্ব-বিশিষ্ট সমিতির সভ্য-গণের সংখ্যা।

২৭। রেজিষ্ট্রারের মঞ্জুরী ব্যতীত রেজিষ্টারী করা অসীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট কোন সমিতির পঞ্চাশ জনের অধিক সভ্য থাকিবে না।

ডিভিডেণ্ড প্রদানের সীমা।

২৮। (১) শেয়ার ও অসীমাবদ্ধ দায়িত্ববিশিষ্ট কোন রেজিষ্টারী করা সমিতিতে, আইনের ৪৩ ধারার (২) প্রকরণের (৩) দফামতে ২৬ বিধির (৩) উপবিধির নির্দ্দিষ্ট টাকা সংরক্ষিত তহবীল জমা রাখিবার পর কোন বৎসরের নিট লাভের যাহা বাকি থাকে তাহা, প্রত্যেক শেয়ারের জন্য যত টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহার উপর বৎসরের শতকরা ৯।৵০ টাকার বেশী না হয় এরূপে শেয়ারধারীদিগের মধ্যে তাঁহাদের শেয়ারের উপর ডিভিডেণ্ডস্বরূপ ভাগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। অগ্রে রেজিষ্ট্রারের মঞ্জুরী না লইয়া ঐরূপ সমিতিসমূহে কোন ডিভিডেণ্ড ভাগ করিয়া দেওয়া যাইবে না।

(২) যে রেজিষ্টারী করা সমিতির সভ্যগণের দায়িত্ব শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় এমন প্রত্যেক সমিতিতে, শেয়ারের দরুণ প্রদত্ত টাকার উপর বৎসরে শতকরা ১২॥০ টাকা পর্য্যন্ত ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করা যাইতে পারিবে।

(৩) যে সমিতির সভ্যগণের দায়িত্ব শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় এমন কোন সমিতিতে অডিটর যদি রিপোর্ট করেন যে কোন স্থিত আদায় করা যাইবে না তাহা হইলে রেজিষ্ট্রারের মঞ্জুরী না লইয়া কোন ডিভিডেণ্ড দেওয়া যাইবে না।

(৪) পূর্ব্ববর্ত্তী নিয়মগুলিতে যাহা কিছু আছে তাহা সত্ত্বেও, যে রেজিষ্টারী করা সমিতির সভ্যগণের দায়িত্ব শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে ঐরূপ কোন সমিতিকে শতকরা ১২॥০ টাকার অধিক হারে ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করিবার অনুমতি দিবার ক্ষমতা রেজিষ্ট্রারের থাকিবে।

ঋণশোধককে যে কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে।

২৯ (১) (ক)। আইনের ৪২ ধারামতে কোন ঋণশোধককে নিযুক্ত করা হইলে, তিনি, রেজিষ্ট্রার যেরূপ নির্দ্দেশ করেন সেই প্রণালীতে, অবিলম্বে এক নোটীশ প্রচার করিয়া আদেশ করিবেন যে, লুপ্ত সমিতির বিরুদ্ধে যে সমস্ত দাবী থাকে তাহা নোটীশ প্রচারিত হইবার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে

* ৭ই অক্টোবর, ১৯২২, তারিখের ৪৯৫৪ কো-অপ নং বিজ্ঞাপন অনুসারে সন্নিবিষ্ট।

তাঁহার নিকট অর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু ঐ সমিতির হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধ করা ঋণগুলি, ঐরূপে লিপিবদ্ধ থাকার দরুণই যথাযথভাবে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।*

(খ) ৪২ ধারামতে যখন কোন ঋণশোধক নিযুক্ত হন তখন তিনি ঐ সমিতির কার্য্য গুটাইয়া ফেলিবার পক্ষে আবশ্যক ব্যবস্থা করিবার জন্য অবিলম্বে ঐ সমিতির বহিগুলি এবং সমিতি যে সমস্ত সম্পত্তি, দ্রব্যাদি ও নালিশের বিষয়ীভূত হইবার যোগ্য দাবির অধিকারী থাকেন তাহার ভার লইবেন।

(গ) আবশ্যক হইলে, ঋণশোধক ঐ সমিতির পাওনা টাকা আদায়ের জন্য মোকদ্দমা রুজু করিতে পারিবেন।

(ঘ) তাহার পর রেজিষ্টারী রদের তারিখে ঐ সমিতির স্থিত ও দেনা যেরূপ ছিল ঋণশোধক তাহা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। তাহার পর তিনি, ঐ সমিতির স্থিত বৃদ্ধি করণোদ্দেশ্যে যথাক্রমে ঐ সমিতির সভ্য ও ভূতপূর্ব্ব সভ্যগণকে যত চাঁদা দিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিবেন। ঐ সমিতির ঋণ পরিশোধের খরচ কোন্ কোন্ ব্যক্তি কি কি পরিমাণে বহন করিবে তাহাও তিান নির্ণয় করিবেন।

(ঙ) সাক্ষ্য দিবার বা দলিল উপস্থিত করিবার জন্য যে সকল ব্যক্তির হাজির হওয়া আবশ্যক, (ঘ) দফার প্রয়োজনার্থে ঋণশোধক সেই সকল ব্যক্তির নামে সমন বাহির করিতে পারিবেন। যাহাকে সমন দেওয়া হইয়াছে এমন যে কোন ব্যক্তিকে হাজির হইবার জন্য তিনি বাধ্য করিতে পারিবেন এবং ঐ উদ্দেশ্যে তাহাকে ধৃত করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির করিতে পারিবেন।†

(চ) ঋণশোধক ঐরূপ সমস্ত নোটীশ, সমন বা ওয়ারেণ্ট জারির জন্য সংশ্লিষ্ট ডিষ্ট্রিক্ট বা সবডিভিজনাল আফিসারের নিকট পাঠাইবেন।

(ছ) উহা পাইয়া, ডিষ্ট্রিক্ট বা সবডিভিজনাল অফিসার সেইরূপে অগ্রসর হইবেন যেন ঐ নোটীস, সমন বা ওয়ারেণ্টগুলি তাঁহার দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল এবং তৎসম্বন্ধে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তাহার কোন নথি থাকিলে তাহার সহিত ঐ নোটীস প্রভৃতি ঋণশোধকের নিকট ফেরত পাঠাইবেন।

(জ) সাক্ষ্য দিবার জন্য যে সকল ব্যক্তিকে এইরূপে ডাকা হয় ঋণশোধক সেই সকল ব্যক্তির জবানবন্দির সংক্ষিপ্ত স্মারক-লিপি রাখিবেন।

(ঝ) তদনন্তর ঋণশোধক, আবশ্যক হইলে রেজিষ্ট্রারের সহিত পরামর্শ করিবার পর, ঐ সমিতির সভ্যগণের ও ভূতপূর্ব্ব সভ্যগণের নাম এবং ৪২ ধারার (২) প্রকরণের (ঘ) দফামতে ঋণশোধের খরচাস্বরূপ ঐ প্রকরণের (খ) দফামতে

---

* ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯২২, তারিখের ৬০৯১ কো-অপ্ নং বিজ্ঞাপন অনুসারে সন্নিবিষ্ট।

† ২৯শে নবেম্বর, ১৯২২, তারিখের ৫৭৫২ কো-অপ্ নং বিজ্ঞাপনক্রমে পূর্ব্ব সংস্করণের (ঙ) দফা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রত্যেকের নিকট হইতে চাঁদার আকারে যে টাকা আদায় করিতে হইবে তাহা ব্যক্ত করত এক আজ্ঞা করিবেন।

(ঞ) যদি ঋণশোধক দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া কাজে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত করেন তাহা হইলে যে সভ্য ভূতপূর্ব্ব সভ্যের বিরুদ্ধে ডিক্রি বাহাল করিতে হইবে, আবশ্যক হইলে, এমন প্রত্যেক সভ্য বা ভূতপূর্ব্ব সভ্যের সম্পত্তির তালিকাসহ উপরোক্ত আজ্ঞার একখানি নকল, ৪২ ধারার (৫) প্রকরণের (ক) দফার বিধানমতে বাহাল করাইবার জন্য স্থানীয় বিচারাধিকারবিশিষ্ট দেওয়ানী আদালতে দাখিল করিতে হইবে।

(ট) ঐ আদালত, যদি উপরোক্ত আজ্ঞা অনুসারে, কোন সভ্য বা সভ্যদিগের উপর ধার্য্য করা টাকা আদায় করিতে না পারেন তাহা হইলে ঋণশোধক অপর কোন সভ্য বা সভ্যগণের বিরুদ্ধে ঐ সমিতি দেনাগুলির জন্য প্রত্যেকের দায়িত্বের পরিমাণ পর্য্যন্ত একটি সহকারী আজ্ঞা বা আজ্ঞাসমূহ প্রস্তুত করিতে পারিবেন। সভ্যগণের নিকট হইতে পাওনা সমস্ত টাকা আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত বলবৎ করণার্থে ঐ সহকারী আজ্ঞা বা আজ্ঞাসমূহ স্থানীয় বিচারাধিকারবিশিষ্ট দেওয়ানী আদালতে দাখিল করিতে হইবে।

(২) যদি ঋণশোধক সহকারী প্রাপ্য আদায়বিষয়ক বঙ্গদেশের ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের আইন অনুসারে কাজে অগ্রসর হইতে সঙ্কল্প করেন তাহা হইলে তিনি নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মানিয়া চলিবেন :—

(ক) তিনি (১) উপবিধির (ঘ), (ঙ), (চ), (ছ), (জ), (ঞ) ও (ট) দফামতে অগ্রসর হইবেন।

(খ) তাহার পর তিনি বঙ্গদেশের সার্টিফিকেট ম্যানুয়াল পুস্তকের নির্দ্দিষ্ট পাঠে প্রত্যেক সভ্য বা ভূতপূর্ব্ব সভ্যের চাঁদার টাকার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে সার্টিফিকেটের জন্য এক প্রার্থনাপত্র প্রস্তুত করিয়া উহার দুই কেতা নকল রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠাইবেন। ঐ রেজিষ্ট্রার ঐ প্রার্থনাপত্রের এক কেতা নকল তাঁহার আফিসে গাঁথিয়া রাখিতে ও অপর খানিতে আড়সহি করিয়া তাহা ঋণশোধককে ফেরত পাঠাইতে অথবা তিনি যে সকল পরিবর্ত্তন উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেইরূপ পরিবর্ত্তনের ও পুনরায় অর্পণের জন্য ঐ দুই কেতা নকলই ফেরত পাঠাইতে পারিবেন।

(গ) ঋণশোধক যখন রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে আড়সহি করা প্রার্থনাপত্র পান তখন তিনি বিচারাধিকারবিশিষ্ট সার্টিফিকেট আফিসারের আদালতে উহা দাখিল করিবেন এবং তাহার পর বঙ্গদেশের সার্টিফিকেট ম্যানুয়াল নামক পুস্তকের লিখিত উপদেশসমূহ রেজিষ্ট্রার আরও যে সকল উপদেশের নির্দ্দেশ করেন তদনুসারে অগ্রসর হইবেন।

(ঘ) যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে যদি কোন সভ্যের চাঁদা আদায় না হয়, তাহা হইলে ঋণশোধক ঐ সমিতির দেনাসমূহের জন্য অপর কোন সভ্য বা সভ্যগণের বিরুদ্ধে প্রত্যেকের দায়িত্বের পরিমাণ পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী সহকারী আদেশ বা আদেশসমূহ প্রস্তুত করিতে এবং আড়সহির জন্য পরবর্ত্তী সহকারী প্রার্থনা-পত্র রেজিষ্ট্রারের নিকট অর্পণ করিতে এবং বিচারাধিকার-বিশিষ্ট সার্টিফিকেট আফিসারের আদালতে ঐ আড়সহি করা পরবর্ত্তী প্রার্থনাপত্র দাখিল করিতে এবং সভ্যের নিকট পাওনা সমস্ত টাকা আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ করিতে থাকিতে পারিবেন।

(৩) রেজিষ্ট্রার যে পাঠের নির্দ্দেশ করেন সেই পাঠে ঋণশোধক, তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে স্থাপিত সমিতিগুলির বিষয়কর্ম্ম গুটাইবার কার্য্য যেরূপ অগ্রসর হইয়াছে তাহার বিবরণ প্রদর্শন করত রেজিষ্ট্রারের নিকট এক ত্রৈমাসিক রিপোর্ট অর্পণ করিবেন।

(৪) ঋণশোধকের কর্ত্তৃত্বে স্থিত সমস্ত তহবিল ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে অথবা রেজিষ্ট্রার অপর যে ব্যাঙ্ক বা ব্যক্তির অনুমোদন করেন সেই ব্যাঙ্ক বা ব্যক্তির নিকট রাখিতে ও আমানত করিতে হইবে।

(৫) সমিতির পাওনা আদায় এবং সভ্যগণ ও ভূতপূর্ব্ব সভ্যগণের নিকট হইতে চাঁদা ও সমিতির বিষয়কর্ম্ম গুটাইবার কার্য্যের খরচা আদায়ের পর, ঋণশোধক ঐ সমিতির দেনা পরিশোধ করিবেন এবং তাহার পর সমিতির বিষয়কর্ম্ম গুটাইয়া ফেলিবেন ও রেজিষ্ট্রারের নিকট একখানি শেষ রিপোর্ট অর্পণ করিবেন এবং ঐ সমিতি ও ঋণশোধের কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কীয় সমস্ত বহি, কাগজপত্র, দলিল প্রভৃতি রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

(৬) ঋণশোধকের ৪২ ধারামত কোন আজ্ঞার বিরুদ্ধে কোন আপীল চলিবে না।

(৭) কোন ঋণশোধকের নিয়োগ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।

আদায় না হয়
হের জন্য অপর
কর দায়িত্বের
। আদেশসমূহ
হকারী প্রার্থনা-
চারাধিকার-
আড়সহি করা
নিকট পাওনা
রিতে থাকিতে

শাধক, তাঁহার
যেরূপ অগ্রসর
এক ত্রৈমাসিক

সেভিংস ব্যাঙ্কে
ন সেই ব্যাঙ্ক বা

পূর্ব্ব সভ্যগণের
র খরচা আদায়ের
হার পর সমিতির
ন শেষ রিপোর্ট
। সম্পর্কীয় সমস্ত
বেন।
কোন আপীল

প্রকাশ করিতে

B. G.

তফসীল।

[৪ (১) বিধি দ্রষ্টব্য।]

কোন সমিতি রেজিষ্টারী করিবার দরখাস্তের পাঠ।

সমবায়কারী সমিতিবিষয়ক ১৯১২ খৃষ্টাব্দের (১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২) আইন।

নিম্নস্বাক্ষরকারী আমরা এতৎসহ প্রেরিত বাই-লসমূহে সম্মত আছি এবং সমবায়কারী সমিতিবিষয়ক ১৯১২ খৃষ্টাব্দের (১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২) আইনের ৮ ধারামতে নামে দায়িত্ববিশিষ্ট সমবায়কারী সমিতিস্বরূপ রেজিষ্টারী হইবার জন্য আবেদন করিতেছি। এই সমিতির রেজিষ্টারী করা আফিস জিলার অন্তর্গত পোষ্ট আফিসের অধীন স্থানে অবস্থিত।

সংখ্যা।	রেজিষ্টারীকরণার্থ আবেদনকারীর নাম।	পিতার নাম।	পেশা।	বয়স।	বাসস্থান।
১					
২					
৩					
৪					
৫					
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					

B. G. Press—1929-30—2135F—10,000.